

# श्रिविता क्लग



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 8 Issue ● 8 January, 2022, Saturday ● ২৩ পৌষ, ১৪২৮, শনিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

# मुलीश, मशी उक्रद्र

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, যে তার পুরনো সঙ্গীদের ফিরে নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি।। রাজ্য রাজনীতিতে দ্রুত পাল্টাচ্ছে নানান সমীকরণ। সুদীপ রায় বর্মণ গোষ্ঠীর কংগ্রেসে ফেরা প্রায় পাকা। লক্ষ্মে ীতে এই নিয়ে তার পাকা কথা নাকি হয়ে গেছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় খবর হলো ইদানীংকালে কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে মথা'র ব্রিগেডিয়ারের। রাজ্যের বৃহত্তম উপজাতি সংগঠন তিপ্রা মথা বুঝি ফিরে যাবে উপজাতিদের ন্যাচারাল এলি কংগ্রেসের সঙ্গে। রাজ্যের রাজনীতি যে পথে ধাবমান তাতে এটি স্পষ্ট যে, এক অজানা সমীকরণ নিতে চলেছে ত্রিপুরার রাজনীতি। এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপালের নির্দেশে কংগ্রেস ভবনে শুরু হয়ে গিয়েছে নবীন বরণের প্রস্তুতি। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই কংগ্রেস

পেতে চলেছে নতুন করে এমন বার্তা নয়াদিল্লি থেকে বীরজিৎ সিংহকে জানিয়ে দিয়েছেন বেণুগোপাল।জানিয়েছেন, কংগ্রেস আপাতত নিপ্পভ হলেও ফুরিয়ে যে যায়নি তা বঝা যাবে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই। কোমর সোজা করে দাঁড়াতে গেলে যে সমস্ত টনিক প্রয়োজন, ত্রিপুরায় এর সব ব্যবস্থা করবে দল। ২০১৮'র ভোটে বিজেপির কর্পোরেট ম্যানেজার রজত শেট্টি কিংবা বঙ্গ ভোটে প্রশান্ত কিশোর যদি সফলতা আনতে পারে তাহলে কংগ্রেসও এবার নিয়ে আসছে দেশখ্যাত এক ইভেন ম্যানেজারকে। ওই ইভেন ম্যানেজমেন্ট টি মের সদস্য-সদস্যাদের থাকা-খাওয়ার

সুবন্দোবস্ত করার জন্য দিল্লির

নির্দেশও পৌঁছে গিয়েছে সিংহের

কাছে। জানা গেছে, পৌষের প্রথম শুভ বুধবারে ডা. অজয় কুমারের উদ্যোগে লক্ষ্ণৌতে সংগঠিত হয়েছিলো সেই কাঙ্ক্ষিত বৈঠকটি। প্রিয়াক্ষা গান্ধির উপস্থিতিতে সেখানেই চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে যাবতীয় রূপরেখা। বৈঠকে ছিলেন চিত্র নির্মাতা ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিসি'র পর্যবেক্ষক ডা. অজয় কুমার। ছিলেন ভূপেন বোরা। আর ছিলেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এবং তিপ্রা মথা'র ব্রিগেডিয়ার। সূত্র বলছে, এই বৈঠকেই স্থির হয়ে গিয়েছে তারা কংগ্রেসে করে ফিরবেন, কিভাবে কাজ শুরু করবেন এবং ভোট কৌশলী কিভাবে কাজ করবে। রাজ্যের সমতল থেকে পাহাড. সর্বত্র কিভাবে সাজানো হবে সংগঠন। সবকিছুই আপাতত স্থির। তবে সুদীপবাব এখনও যেহেতু

বিজেপি বিধায়ক, মথা যেহেতু এখনও আঞ্চলিক দল হিসেবেই নিজস্ব সত্বায় রয়েছে ফলে তাদের



ডা. অজয় কুমার, ত্রিপুরার माग्निञ्जथाश्च किन्दीग्न भर्यत्वक्रक

তরফে এ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। চূড়ান্ত গোপন এই বৈঠকের কথা জানাজানি হলে তা অস্বীকার করার শর্তও বৈঠকেই পাশ করে নিয়েছেন সমস্ত পক্ষ। যাতে করে এ নিয়ে জনমানসে কোনও বিভ্রান্তির সষ্টি না হতে পারে। কিন্তু যখন সমস্ত ঘটনাই ঘটে যাবে, তখন প্রতিবাদী কলম শুধু ফ্ল্যাশব্যাক দিয়ে বলবে তারাই ছিলেন ঘটনার এবং বৈঠকের গোপনতম সাক্ষী। যেমনভাবে দিবাচন্দ্র রাঙ্খল যে ধলাই থেকে উড়ে এসে প্রদেশ সভাপতি হবেন সেটা তুলে ধরেছিলো প্রতিবাদী কলম। যেমনভাবে ২০১৫তেই বলে দিয়েছিলো বিপ্লব কুমার দেব হচ্ছেন ত্রিপুরার বিজেপি সভাপতি -- সেই সময় বিপ্লববাবুর নাম রাজ্যের দু'তিনজন বিজেপি

নেতা-কর্মীও জানতেন কিনা তা বলা শক্ত। যেমনভাবে যুব মোর্চার সভাপতি হিসেবে টিংকু রায়ের নাম বহু আগেই জানিয়েছিলো এই পত্রিকা। তেমনভাবে প্রায় বিজেপি নেতা-নেত্রীদেরকেই চমকে দিয়ে প্রতিবাদী কলম বলেছিলো বাধারঘাট কেন্দ্রের উপ নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন মিমি মজুমদার। এবারও ঠিক একইভাবে প্রতিবাদী কলম আগাম জানাচ্ছে লক্ষ্মৌর বৈঠকে কংগ্রেস ভবনকে আলোকিত করার প্রস্তুতি, সুদীপ রায় বর্মণ এবং মথা ব্রিগেডিয়ারের একমঞ্চে আসা এবং কংগ্রেসে ফেরার প্রস্তুতি। অবাম রাজনীতির পথের লোক সুদীপ রায় বর্মণ এবং মথা'র ব্রিগেডিয়ার। তারা ত্রিপুরায় বাম শাসনের অবসান চেয়েছিলেন এক সময়, একই সঙ্গে। পরে তাদের পথ আলাদা হয়। সুদীপ রায় বর্মণ

হয়ে বিজেপিতে যান এবং বাম শাসনের অবসান ঘটাতে একটি বড় ভূমিকা নেন। অপর দিকে মথা'র ব্রিগেডিয়ার কংগ্রেস ছেড়ে গেলেও বিজেপিতে যাননি। নিজের দল তিপ্রা মথা গঠন করলেন। আর বিজেপির রাজনীতির খেলায় গৃহবন্দি হলেন সুদীপ রায় বর্মণ। এই বিজেপিতে সুদীপবাবুর পক্ষে থাকা যে আর সম্ভব বা সমীচিন নয় এই কথা সুদীপবাবু কতটা বুঝেন তা বুঝা না গেলেও রাজ্যের মানুষ ঠিকই জানেন, বুঝেন। সম্প্রতি সপরিবারে সুদীপ রায় বর্মণ তার দিল্লি সফরে গিয়ে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলেছেন ঘর ওয়াপসি নিয়ে। অর্থাৎ আবার কংগ্রেসেই ফিরে এসে নতুন করে রাজনীতির পেশাটাকে

কংগ্রেসের ঘর ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস

মেরামত করে নিতে চান তিনি। বলাই বাহুল্য এতে কোনও আপত্তি থাকার কথা নয় দিল্লি কংগ্রেসের। ফলে তার কংগ্রেসে ফিরে আসা নাকি কেবল সময়েরই অপেক্ষা মাত্র। আর এদিকে বছর ঘুরতে চললেও প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মার তিপ্রা মথার এডিসি প্রশাসন উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে প্রশাসনিক কোনও পরিবর্তন আনতে পারেনি। আবার গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড নিয়েও এক ইঞ্চি তারা এগোতে পারেনি। বরং দেখা গেছে, এই সময়ে তিপ্রা মথা'র সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা চেয়েছে বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে দলের সিদ্ধান্ত প্রণেতারা এই দুই দলের রাজনৈতিক সমঝোতার প্রস্তাব নাকচ করেছেন। আবার এতো বড এরপর দুইয়ের পাতায়

### ডিজি ডিস্ক পাচ্ছেন অরিন্দম, সেরা পুলিশ সুমন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। ২০২১ সালের সেরা পুলিশ অফিসারের পুরষ্কার পেতে চলেছেন জিরানিয়ার এসডিপিও সুমন মজুমদার। পুলিশের সেরা জেলার পুরষ্কার পাচেছ উত্তর জেলা। সরকারিভাবে ঘোষণা না দেওয়া হলেও এই দুটি পুরষ্কার পুলিশ সপ্তাহে দেওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সদর দফতর সূত্রের খবর। এডিনগর এমআর দেববর্মা স্টেডিয়ামে আগামী ১০ জানুয়ারি এই পুরষ্কার তুলে দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিকে, ২০২১ সালে ভালো কাজের জন্য ত্রিপুরা পুলিশে প্রশংসিত হচ্ছেন ৩৭ জন। ৩৭ জন পুলিশ অফিসার ডিজিপি'র প্রশংসাপত্র পাচ্ছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র হচ্ছেন আইজি (আইন শুঙালা) অরিন্দম নাথ। অফিসারদের • এরপর দুইয়ের পাতায়

# দেশ ছাড়লেন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে দুবাই



পাড়ি দিলেন ১০৩২৩'র চাকরিচ্যুত শিক্ষক • এরপর দুইয়ের পাতায় | মাসের ৫ তারিখ কেন্দ্রীয়

### রক্তদাতা এবং গ্রহিতাদের ক্ষতির আশঙ্কা রাজ্যে

# রক্তদানে ডল্লাঙ্ঘত হচ্ছে কেন্দ্ৰীয় গাইডলাইন

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে জাতীয় রক্ত

সঞ্চালন পর্যদের অতিরিক্ত ডিজি

ডা. সুনীল গুপ্তা একটি নির্দেশিকা

জারি করেছিল। সেই নির্দেশিকা

প্রতিটি রাজ্যের রক্ত সঞ্চালন

পর্যদের কাছে এসেও পৌছয়।

এসেও পৌঁছেছে। তাতে স্পষ্ট বলা

হয়েছিলো, রক্তদান করার ক্ষেত্রে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ।। রাজ্যে প্রতিদিন অনৈতিক এবং বেআইনিভাবে রক্তদান চলছে। শহরের প্রধান দুটো হাসপাতাল তথা জিবিপি এবং আইজিএম ব্লাড ব্যাঙ্কে প্রতিদিন রক্তদাতারা এসে রক্তদান করছেন। সেখানেও নিয়ম উল্লঙ্খিত হচ্ছে। একইভাবে নিয়ম অমান্য করা হচ্ছে হাঁপানিয়াস্থিত টিএমসি ব্লাড ব্যাঙ্কেও। তাছাড়াও শহর এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জেলায় যেসব রক্তদান শিবির

করোনা টিকা নেওয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে। কেউ যদি করোনা টিকা গ্রহণ করে, তাহলে তার ২৮ দিনের মধ্যে রক্তদান করা An Initiative by Joyjit Saha

© 9774414298 53 Shishu Uddyan Bipani Bitan সতর্ক্তবার্তা 'পারুল' নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন!

আয়োজিত হচ্ছে, সেখানেও একইভাবে রক্তদানকে কেন্দ্র করে খোদ ডাক্তারবাবুরা নিয়ম অমান্যের খেলায় মেতে আছেন। বিষয়গুলো নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তরফে কোনও নজরদারি নেই। শুধু তাই নয়, প্রশাসনিকভাবেও বিষয়গুলোকে খতিয়ে দেখার মতো কেউ নেই। প্রতিদিন রক্তদানকে কেন্দ্র করে কী নিয়ম উল্লঙ্গ্বিত হচ্ছে রাজ্যে? স্বাস্থ্য দফতরের তরফে জানা গেছে, ২০২১ সালের মে

যাবে না। কেন্দ্রীয়স্তরে ডা. সুনীল কুমারের নেতৃত্বে এ বিষয়টি পরবর্তী সময়ে পর্যালোচনা করা হয়। তারপর নিয়ম পাল্টে একথা বলা হয় যে, করোনা টিকা নেওয়ার পর ১৪ দিন অপেক্ষা করে তবেই রক্তদান করা যাবে। করোনার প্রথম এবং দ্বিতীয় টিকা, দুটোর ক্ষেত্রেই বিষয়টি একইরকম। গত ৫ মে তারিখের এসব বিষয়ক একটি চিঠি রাজ্যের বেশ কয়েকটি ব্ল্যাড ব্যাক্ষেও সেঁটে দেওয়া আছে। কিন্তু বাস্তব সত্য এটাই, রক্তদানের ক্ষেত্রে

ওই চিঠির মূল বক্তব্যটিকে একেবারেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না রাজ্যের কোনও জায়গায়। অনেকে বলছেন, ওই গাইডলাইনটি পুনরায় রিভিউ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের স্বভাবতই ওই নির্দেশটি রাজ্যে তরফে। সেই রিভিউ করা গাইডলাইনটি কী? তাও সাধারণ মানুষের জ্ঞাতার্থে নেই। তবে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের এক প্রাক্তন অধিকর্তা জানিয়েছেন, গত বছরের মে মাসে ডা. সনীল গুপ্তা যে গাইডলাইনটি জারি করেছিলেন সেটি বলবৎ আছে। এই পরিস্থিতিতে এখন নতুনভাবে কোনও গাইডলাইন রাজ্যের রক্ত সঞ্চালন পর্যদে এসে পৌছেছে কিনা, সে বিষয়ে তিনি কিছু জানাতে পারেননি। গত গাইডলাইনটি স্পস্তত জানিয়ে দিয়েছিলো, করোনা টিকা দেওয়ার পর ১৪ দিন রক্তদান করা যাবে না। কিন্তু রাজ্যে এ বিষয়ক কোনও প্রশ্ন রক্তদান করতে আসা দাতাদের ব্ল্যাডব্যাঙ্কে কেউ জিজ্ঞাসা করছেন না। রক্ত দিতে গেলে ব্ল্যাড ব্যাক্ষে ডাক্তার বা কাউন্সিলাররা একটি ফর্ম পূরণ করেন। সেটি করতে গিয়ে কোনওভাবেই করোনা টিকার প্রসঙ্গটি মুখেও আনছেন না সংশ্লিষ্টরা। এতে করে রাজ্যে রক্তদান বিষয়টি এখন কেন্দ্রীয় গাইডলাইনকে উল্লঙ্ঘন করছে। স্বাস্থ্য দফতর বিষয়টির স্পষ্টীকরণ দিয়ে বলতে পারে, গাইডলাইনটি রিভিউ করা হয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে সেই নতুন গাইডলাইন 🏿 এরপর দুইয়ের পাতায়

#### পরীক্ষা স্থগিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। কোভিডের বাড় বাড়ন্তে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি ( ইগনো) পরীক্ষা নেওয়া আপাতত বন্ধ করে দিয়েছে। ২০ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের টার্ম এন্ড পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে ইগনো কর্তৃপক্ষ।

### রাজ্য প্রালশে

৫০০ কনস্টেবল প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। টিএসআর এবং এসপিও বিতর্কের মধ্যেই রাজ্য পুলিশে ৫০০ কনস্টেবল নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়েছে পুলিশের ওয়েবসাইটে। তিনজন পুলিশ অফিসারের একটি কমিটিও তৈরি করা হয়েছে কনস্টেবল বাছাই প্রক্রিয়ার জন্য। এই তিন অফিসার হলেন ডিএসপি অলিভিয়া দেববর্মা, টিএসআর-র নবম ব্যাটেলিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট দীপক কুমার সরকার, টিএসআর-র পঞ্চম ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট এইচএস ডাৰ্লং। তিনি হচ্ছেন নিৰ্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান। ৫০০ কনস্টেবলের মধ্যে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে ১০২ টি পদ। নিয়োগের জন্য শারীরিক মাপ ছাড়াও লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক ইন্টারভিউও হবে। মৌখিক ইন্টারভিউ'র জন্য ১৫ শতাংশ নম্বর রাখা হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে এসপিও জওয়ানদের ক্ষেত্রে। ৫০০ কনস্টেবলের মধ্যে ৩০৮টি পোস্ট সাধারণ ভুক্তের জন্য। ১৮৩টি তপশিলি জনজাতি এবং ৯টি তপশিলি 🏿 এরপর দুইয়ের পাতায়

# করোনায় কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে নারাজ রাজ্য সরকার



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। করোনা সংক্রমণ প্রতিহতকরণে শীঘ্রই বেশ কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করতে চলেছে সরকার। আগামীকালই সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি থেকে এই মর্মে যাবতীয় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে অবহিত করবেন মুখ্য সচিব কুমার অলক। এরপরই যাবতীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য মন্ত্রিসভা। আজ বনমালিপুরস্থিত রামঠাকুর সেবা মন্দিরে, বাংলাদেশের চট্টগ্রামস্থিত পাহাড়তলী কৈবল্যধামের সপ্তম মোহন্ত মহারাজ শ্রীমদ কালিপদ ভট্টাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট এই ঊর্ধমুখী গ্রাফকে সামনে রেখে কোনো ধরনের ঝুঁকি

নিতে নারাজ রাজ্য সরকার। তাই পরিস্থিতি বিবেচনা করে সময় থাকতেই সংক্রমণ প্রতিরোধে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে রাজ্য সরকার। বহির্রাজ্য থেকে ত্রিপুরায় প্রবেশের ক্ষেত্রে আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে ১০০ শতাংশ যাত্রীদের কোভিড পরীক্ষা করা হবে। ইতিমধ্যেই যারা কোভিড টিকাকরণের দুটি ডোজ নিয়েছেন তাদের 🏻 🖜 এরপর দুইয়ের পাতায়

### মন্ত্রকের তথ্যে রেগায় কেলেঙ্কারি জম্পুইহিলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। রেগা একসময় গ্রামীণ মানুষের রুজি রোজগারের প্রধান সহায় হয়ে উঠেছিলো। একশো দিনের নিশ্চিত কর্মসংস্থানে গ্রামীণ মানুষেরা সরকারি উদ্যোগে পেয়েছিলেন রুজি রোজগারের আশ্বাস। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে শুধুমাত্র রেগাতেই বড়সড় আর্থিক বিচ্যুতি ধরা পড়েছে। সোশ্যাল অডিট এই কেলেঙ্কারিকে নানাভাবে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা চালালেও কেলেঙ্কারি এত পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে যে ফাঁকফোকর দিয়ে হলেও কেলেঙ্কারি বেরিয়ে পড়ছে। আর যাতে করে শাসক দল বড়ই বিপাকে পড়ছে। সোশ্যাল অডিট গোটা কেলেঙ্কারি ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা চালালেও শুধুমাত্র ২০১৯-২০ অর্থ বছরে জম্পুইহিল ব্লকে রেগায় বিচ্যুতি ধরা পড়েছে ৩২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯০৩ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছর, ২০২০-২১ অর্থ বছর এবং ২০২১-২২ কোনও অর্থ বছরেই আর সোশ্যাল অডিট হয়নি জম্পুইহিল ব্লুকে। ফলে একমাত্র ২০১৯-২০ অর্থ বর্ষ ছাড়া আগের এবং পরের কোনও বছরেই দুর্নীতির তথ্য জানা যায়নি। জানা গেছে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সোশ্যাল অডিট করতে গিয়ে বিচ্যুতি ধরা পড়তেই কান খাড়া হয়ে যায় দফতর কর্তা সুনীল দেববর্মার। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নাকি দফতরের মন্ত্রী যীফু দেববর্মার কানে বিষয়টি নিয়ে যান। আর যীফুবাবু সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দেন, এই ব্লকে আর সোশ্যাল অডিট করার দরকার নেই। কারণ, এক বছরেই মাত্র ৭টি ভিলেজ কমিটির এই ব্লকে যে তথ্য সামনে এসেছে তা উদ্বেগজনক। পরবর্তী বছরগুলোর সোশ্যাল অডিট হলে দেখা যাবে অর্থ কেলেঙ্কারির পরিমাণ কয়েক কোটি ছাডিয়ে গিয়েছে। যে কারণে পরবর্তী বছরগুলোতে আর সোশ্যাল অডিট করা হয়নি। বিশ্বস্ত সূত্র বলছে, সুনীলবাবু নাকি উপমুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলেন, সোশ্যাল অডিট না করলে কোনওভাবেই কেলেঙ্কারি ধরা পড়বে না। আর যেটাতে বিচ্যুতি ধরা পড়েছে সেটাও তিনি আর সামনে আনবেন না। কিন্তু কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দফতরের পোর্টালে সমস্ত কিছু প্রকাশ পেয়ে যাওয়াতেই সামনে চলে এসেছে সুনীলবাবুর জারিজুরি। যেখানে জম্পুইহিলের মতো ছোট ব্লকেও কেলেঙ্কারি জাঁকিয়ে বসেছে। প্রথা মোতাবেক রাজ্যের সবকয়টি গ্রাম

# বন্ধ ১০২

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। রাজ্যের আটটি জেলার মোট ৫০টি গাড়ি দিনরাত পরিষেবা প্রদান করে আসছিলো। সংখ্যাটি কমতে কমতে ৩২-এ গিয়ে ঠেকেছে। এখন সেটাও বন্ধের পথে। অনির্দিষ্টকালের জন্যে রাজ্যজুড়ে মুখথুবড়ে পড়লো ১০২ নম্বর অ্যান্সুলেন্স পরিষেবা। শুক্রবার সকাল থেকেই অ্যাম্বলেন্স পরিষেবা বন্ধের বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।শুরু হয় জোর জল্পনা। ধুমধাম করে যাত্রা শুরু হলেও,



দেখতে দেখতেই বিতর্কের ডামাডোলে রাজ্যের অ্যাম্বলেন্স পরিষেবা। গত কয়েক মাস ধরেই স্বাস্থ্য দফতরের অন্দরে অ্যাস্বলেন্স পরিষেবা নিয়ে বহু জল ঘোলা হয়েছে। অবশেষে শুক্রবার এই

# মেয়রের ঔদ্ধত্যে মুখ্যসচিবের আইন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ।। শুক্রবার প্রশাসনের তরফ থেকে একটি নির্দেশিকা জারি হয়। সেই নির্দেশিকাটি গত ৬ তারিখ স্বাক্ষর



যজ্ঞের এই চিত্রটি সকালের পর সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে, এ তবে কেমন মহানাগরিক? নিন্দুকেরা ফেসবুকে লিখতে আরম্ভ করেছেন, যেকোনও শহরে মহানাগরিক আদতে মার্জিত-উচ্চশিক্ষিত একজন পভিত হন। রাজ্যের দুর্ভাগ্য, পূর্বতন মহানাগরিকের ছায়াকে পর্যন্ত ছুঁতে পারছেন না বর্তমান। অন্তত 'শিক্ষা'র নিরিখে তো একেবারেই নয়।

করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব তথা দুৰ্যোগ মোকাবিলা আইন বিষয়ক রাজ্যের এগজিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান কুমার অলক। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, রাজ্যের সকল নাগরিককেই জনবহুল এলাকায় বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। শুধু তাই নয়, গত কয়েকদিন আগে ঠিক একই বিষয়ক

লাগু। এইসব আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ময়দানে দিব্যি ড্যামকেয়ার মনোভাব নিয়ে আছেন সদ্য নির্বাচিত আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। সরকারি নিয়মে তিনি এই শহরের 'প্রথম নাগরিক'। একটি শহরের 'প্রথম নাগরিক' যখন প্রতিক্ষণে সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল

কর্মকর্তারা। লজ্জাজনক হলেও, রাজ্যের সাধারণ মানুষকে এই ঘটনাগুলোর সাক্ষী থাকতে হচ্ছে। শুক্রবার বটতলাস্থিত শিবমন্দিরে একটি যজে অংশগ্রহণ করেছেন মেয়র সাহেব। মাথায় লাল পাগড়ি এবং শরীরে জওহর কোট ও গলায় 'গ্রী রাম' লেখা দামি উত্তরীয় পরে যজ্ঞে বসেছিলেন দীপকবাবু। পায়ে

মন্দিরে বসে তিনি এবং অন্য বিজেপির চুনোপুঁটি নেতা ও কর্মীরা এদিন যজ্ঞ করলেন, তার একটি দরজায় স্পষ্ট লেখা ছিলো 'মাস্ক ছাড়া প্রবেশ নিষেধ'। অন্য আরেকটি দরজায় লেখা ছিলো —'দূরত্ব বজায় রাখুন'। সাধারণ মানুষদের জন্য এই নিয়মগুলো জারি থাকলেও বিজেপির এক শিক্ষক মুখপাত্র এবং মেয়রবাবুর জন্য এসব নিয়ম কলাপাতা। এদিন, মন্দিরের পুরোহিত মাস্ক পরা অবস্থাতেই ছিলেন। শুধু মন্ত্রোচ্চারণের সময় পুরোহিত মুখ থেকে হলুদ রঙের মাস্কটিকে সামান্য নিচে নামিয়ে রাখেন। কিন্তু

নিয়ম উল্লঙ্ঘন করতে পারেন? যে

### সোজা সাপ্টা

#### সম্ভবত তাই

বিজেপি-র বাগী বিধায়ক আশিস দাস-র বিধায়ক পদ খারিজ যে রাজনীতির অঙ্গ তা তো পরিষ্কার। আর বৃষকেতু ইস্যুকে ঝুলিয়ে রেখে আশিস দাস-র বিধায়ক পদ খারিজ করে অধ্যক্ষও বোঝালেন তিনি তো শাসক দলেরই বিধায়ক। দলের নির্দেশ না মানলে তারও পদ যাবে। সুতরাং দল আগে। এখন দেখার, আশিস দাস কোন পথে হাঁটেন। পাশাপাশি জনমনে প্রশ্ন, এবার সুদীপ-আশিস সাহা-রা কোন দিকে যাবেন ? আশিস সাহা-র দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র আজ ধ্বংসস্তুপে পরিণত। শহরের প্রাণকেন্দ্রে এখন তো ইতিহাসের সাক্ষী বহন করছে। নিন্দুকেরা বলছেন, এই ধ্বংস রাজনীতির ফসল। এখানে হয়তো মেয়র বাধ্য হয়েছেন দলের নির্দেশ মানতে। দলের নির্দেশ না মানলে তারও হয়তো পদ যাবে। তবে জনগণ মনে করছে, এত কিছুর পরও সুদীপ বর্মণ, আশিস সাহা-রা কোন দিকে যাচ্ছেন বা যাবেন ? করোনার কঠিন সময়ে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা। জনসভায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি খোদ প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণ সমর্থন কার্যতঃ শাসক দলের তথাকথিত সংস্কারপন্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে। সময়ের হিসাবে এরাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন বেশি হলে ১৪ মাস। জানা গেছে, আশিস সাহা-র কেন্দ্রে নাকি বিজেপি প্রার্থী হতে পারেন বর্তমান সভাপতি মানিক সাহা। মানিক সাহা-কে নাকি দল আশিস সাহা-র জায়গায় আনতে চাইছে। তার অঙ্গ হিসাবে আশিসবাবু-র পাড়ার যে ক্লাব সেই ক্লাবের সভাপতি পদে নাকি মানিক সাহা-কে বসানোর খেলা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ আশিসবাবুর অফিস ধ্বংস। এরপর আশিসবাবুর পাড়ার ক্লাব দখল এবং শেষে আশিসবাবুর বিধানসভা কেন্দ্রে নতুন মুখ। সম্ভবত তাই হতে চলছে।

### রাজ্য সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রা

• **তিনের পাতার পর** টিকাকরণ কর্মসূচির সুফল গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, স্বদেশীকতা, ঐতিহ্য ও পরস্পরার সমন্বয়ে দৃঢ় মানসিকতা ও কর্মনিষ্ঠা সাফল্যের পথে গতি সঞ্চারিত করে। ছেলেমেয়েদের কর্মসুখী ও শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্প দফতরের মন্ত্ৰী মনোজ কান্তি দেব বলেন, যুব সম্প্রদায়কে জীবনের সঠিক পাঠ দেওয়ার ক্ষেত্রে সুজনশীল কর্মকাণ্ডের সাথে আরও বেশি করে সম্পুক্ত করা আবশ্যক। ক্রীড়া ও সেবামূলক ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলিতে জাতীয় ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা প্রস্কৃত হয়েছেন

অন্যদের মনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করবে। তিনি বলেন, নেশামুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার। ছেলেমেয়েদের সুস্বাস্থ্যের পাশাপাশি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে খেলাধুলার সাথে আরও বেশি করে যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি। তার পাশাপাশি রক্তদানের মত সেবামূলক কর্মসূচির প্রশংসা করেন তিনি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, যুব সম্প্রদায়ের সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে নেশা ও নেশা কারবারিদের নির্মূলীকরণে কাজ করছে রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে আগামীদিনে ক্লাবগুলিকে সঙ্গে নিয়ে বড়মাত্রায় জনজাগরণ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। জেলা ও কর্মসূচির বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বেশি করে মানুষকে এর সম্পর্কে সচেতন দেববর্মা প্রমুখ।

করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, মানুষের সেবার মাধ্যমেই ঈশ্বর সেবা বলে আমাদের বিশ্বাস। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ পথে ও সেবামূলক ভাবনায় এনএসএস-সহ সেবামূলক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এক মহতী কাজে নিজেদের সম্পুক্ত করছেন। তিনি বলেন, এখনই সঠিক সময়। এই ছাত্রজীবন থেকেই সেবামূলক ভাবনায় মানুষের তরে কাজের মানসিকতা নিয়ে কাজ করা আবশ্যক। সেবামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামীজী যেভাবে যথার্থ মানব ধর্ম পালনের পথ প্রদর্শন করে গেছেন তা অনুকরণীয়। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের সচিব শরদিন্দু চৌধুরী, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের অধিকর্তা সুবিকাশ

নিয়োগ বন্ধ

তিনের পাতার পর
গ্রুত্বপূর্ণ

পদে নিয়োগ করা হচ্ছে না বলে

অভিযোগ। সব মিলিয়ে বলা যায়,

এ সময়ের মধ্যে বেকাররাও

আন্দোলনে শামিল হচ্ছে।শুধু তাই

নয়, বেকারদের বিষয়গুলো নিয়ে

বিভিন্ন সময় চর্চাও হয়েছে। কিন্তু

তাদের নিয়োগের বিষয়টি আদৌ

পূরণ হবে কি না তা সময়ই বলবে।

আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের অনেক

জায়গায় বেকার ইস্যুতে প্রচার

তেজি। রাজনৈতিক দলগুলোও

বেকারদের ইস্যু করেছে। কিন্তু

দফতরের শূন্যপদ পূরণে আদৌ

মেগা উদ্যোগ রয়েছে কি না সেটা

ভস্মীভূত দোকান

আটের পাতার পর - ব্যবসায়ীদের

সহযোগিতায় অগ্নি নির্বাপক দফতর

সহজে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

বাজারের পাশের একটি পুকুর

থাকাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে

তাদের সহজ হয়েছে বলে জানান

দফতরের কর্মীরা। না হলে পরে

আরো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে

পারতো বলে অনেকে মনে করছেন।

দোকানের মালিক অনিল পাল

নিজে স্বীকার করেছেন উনার

অসতর্কতাবশত দোকানে কাজ করার

সময় স্টোভের আগুন থেকে হঠাৎ

দোকানে আগুন লেগে যায়। এই

আগুনে প্রায় আডাই লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সময়েই জানা যাবে।

### বিজেপি নেতারা, ৩০২ যোগ চান সুদাপ

 তিনের পাতার পর তার উপর হামলার অভিযোগে অভিযুক্তদের নাম-ধাম দিয়ে যখন মামলা করা হয়। এখন এই মামলার সঙ্গে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা যোগ করে চার্জশিট দেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে অনুরোধ করেছেন তিনি। এতদিন ধরে সিপিএম-কংগ্রেস এবং অন্যান্য নেতাদের কেউ মারা গেলে বিজেপি নেতাদেরকে দলে দলে গিয়ে সেখানে মালা দিতে দেখা গিয়েছিলো। এমনকী সামাজিক মাধ্যমে ছবি সহ পোস্ট করতেও দেখা গিয়েছিলো। কিন্তু মুজিবর ইসলাম মজুমদার'র মৃতদেহ কফিনবন্দি হয়ে রাজ্যে আসার পর বিজেপি নেতাদেরকে শোক প্রকাশ করতেও দেখা যায়নি। একমাত্র সুদীপ রায়বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা ছাড়া। রাজ্য রাজনীতিতে তারা সত্যি অর্থেই কতদুর বিজেপি সেটা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও আইনগত বিচারে তারা এখনও বিজেপি বিধায়ক। তারা ছাড়া বিজেপির আর কোনও নেতা সাধারণ শোক প্রকাশটুকুও করেননি। বোঝা গিয়েছে, দুষ্কৃতিকারীরা, যারা ২৮ আগস্ট মুজিবরবাবুর মিলনচক্রের বাড়িতে ঢুকে তার উপর প্রাণঘাতী হামলা করেছে তারা কাদের মদতপুষ্ট ছিলো। কোন যুব নেতা সেদিন সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে লিখেছিলেন মিলনচক্রের কাকুকে একটু খেলে দিতে। এর কিছুক্ষণ পরই দুষ্কৃতিকারীরা মুজিবুর ইসলাম মজুমদারের বাড়িতে এসে হামলা করে। যার শেষ পরিণতিতে কফিনবন্দি হয়ে কলকাতা থেকে আসে মুজিবর ইসলাম মজুমদার'র নিথর দেহ।

#### ৬ জেলার এসপি সহ বদলি ৫০

 তিনের পাতার পর পোস্টিং পেয়েছেন। মিহির লাল দাসকে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম জেলার বেশিরভাগ এসডিপিওর রদবদল হয়েছে। রাজ্যের বহু মহকুমায় নতুন এসডিপিও আসছে। সদরের নতুন এসডিপিওর দায়িত্ব নেবেন তাপস কান্তি পাল। দীপঙ্কর পালকে জম্পুইজলার এসডিপিও করা হয়েছে। হিমাদ্রী প্রসাদ দাসকে জিরানিয়ার এসডিপিও করা হয়েছে। জিরানিয়ার এসডিপিও সুমন মজুমদারকে আমবাসায় বদলি করা হয়েছে। আমতলির নতন এসডিপিও হচ্ছেন আশিস দাসগুপ্ত। অনির্বাণ দাসকে রেখে দেওয়া হয়েছে পশ্চিম জেলাতেই। তাকে পশ্চিম জেলার শহর এলাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ধর্মনগরের এসডিপিও হচ্ছেন সৌম্য দেববর্মা। বিলোনিয়ার এসডিপিওর দায়িত্ব নেবেন অভিজিৎ দাস। কান্তা জাঙ্গিরকে গোমতীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এনসিসির এসডিপিও পিয়ামাধুরি মজুমদারকে পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামাঞ্চল) এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশালগড়ের এসডিপিও হচ্ছেন রাহুল দাস। তিনি এতদিন উপমুখ্যমন্ত্রী যীফু দেববর্মার ওএসডি হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে স্বল্প কুমার জমাতিয়াকে সরিয়ে সাক্রমের এসডিপিও করা হয়েছে। তার জায়গায় স্পেশাল ব্রাঞ্চে আসছেন জওহর লাল দেববর্মা।

#### জামিনে মুক্ত জঙ্গি নেতা পরিমল

কিন্তু তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সুযোগ দেওয়া হয়নি। পরিমল একটি মামলা থেকে খালাস পেয়েছে। বাকি সব মামলাতেও জামিন পেয়েছে। জানা গেছে, পরিমলের বিরুদ্ধে নাসা প্রয়োগ করতে চাইছিলো রাজ্য সরকার। কিন্তু এটি আর প্রয়োগ করা হয়নি। মূলত পরিমলের আইনজীবীর চেষ্টায় নাসা প্রয়োগ করেনি সরকার। রাজ্যে জঙ্গি নেতাদের রাজনৈতিক দলে আসার ঘটনা নতুন কিছু নয়। এটিটিএফ'র জঙ্গি নেতা রঞ্জিত দেববর্মাও রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছে। বিজয় রাঙ্খল সহ আরও কয়েকজন জঙ্গি নেতা রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। বিধানসভায় জয় পেয়ে বিধায়কও হয়েছেন।

#### গ্রেফতার খান

 তিনের পাতার পর মিলে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বৃদ্ধকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন বিশালগড মহকুমা হাসপাতালে। তারপরই রেফার করে দেওয়া হয়েছিল জিবি হাসপাতালে। টানা তিনদিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে তিন জানুয়ারি সকালে হার মানেন টিটু সরকার। তখনই মৃতের ছেলে বিশালগড় থানায় দুইজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। শুক্রবার রাতে

পুলিশ মানিক সিনহাকে গ্রেফতার করেছে। এখন দেখার, অপর অভিযুক্ত ছেলে সুমনকে কবে নাগাদ গ্রেফতার করতে পারে পুলিশ।

 প্রথম পাতার পর দাঁড়িয়েছে। যে কারণে সোশ্যাল অডিটের দুর্নীতি ধরা পড়তেই সংশ্লিষ্ট জায়গায় সোশ্যাল অডিট বন্ধ রাখা হয় এবং কেলেঙ্কারিকে যেকোনও মূল্যে ঢেকে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ফলে রাজ্য সরকার যে উদ্দেশ্যে সোশ্যাল অডিট চাইছে তা সম্পূর্ণভাবেই মাঠে মারা গিয়েছে।

### পাশবিকতা

আটের পাতার পর - জিজ্ঞাসাবাদ চালান। পরবর্তী সময় মহিলাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।এদিকে সন্ধ্যায় এলাকার নেত্রী-সহ বেশ কয়েকজন থানায় এসে দাবি করেন পাশবিক অত্যাচার চালানোর অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তারা नांकि পूलिंभरक वरल पिरग्रर প্রয়োজনে শ্রীবাসকে পুলিশের সামনে নিয়ে আসা হবে। তাদের মতে শ্রীবাস কখনও এই ধরনের কাজ করতে পারে না। সে একজন পেশায় দিনমজুর। পুলিশ বৃদ্ধার কাছ থেকে জানতে পেরেছে শ্রীবাসের সাথে তাদের পরিবারের আগে থেকে ঝামেলা আছে। এখন প্রশ্ন উঠছে এলাকার মাতব্বররা যা বলছেন তা সত্য নাকি বৃদ্ধার কথাই ঠিক? তবে যাই হোক পুলিশের কাছে যেহেতু অভিযোগ জমা পড়েছে তাদের ঘটনার তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন। কারণ, একজন বূদ্ধা অযথাই এই ধরনের অভিযোগ কেন করবেন ? এলাকাবাসীও গোটা ঘটনা নিয়ে ধোঁয়াশায় আছেন।

 আটের পাতার পর - তাদের কিছু করার নেই। কিন্তু পুর এলাকায় এভাবে রাস্তা জবরদখল করতে গেলে পুরসভা থেকে আগাম অনুমতি আনতে হবে, এটাই বিধি। কিন্তু পুরসভার কোনওরকম অনুমতি ছাড়াই রাস্তা দখল করে রেখেছে কোনও এক ধনাঢ্য ব্যক্তি। কিন্তু এ নিয়ে টাস্ক ফোর্সের কোনও মাথাব্যথা নেই। মাথাব্যথা নেই মেয়রেরও। সম্প্রতি তার রাজনৈতিক উত্থান'র গৃহ ভেঙে দিয়েছে তারই টাস্ক ফোর্স। আপামর কর্মচারীদের কাছে এ এক কলঙ্কময় দিন। কিন্তু পুরনিগমের এক চোখে জল এবং এক চোখে ঘি দিয়ে গোটা প্রশাসনকেই অচল করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রাক্তন সাংসদ মতিলাল সরকারের বাড়ির সামনে যেভাবে বেশ কিছুদিন ধরেই ইট, পাথর, বালি ফেলে কাজ করছে আর টাস্ক ফোর্স হস্বিতম্বি করছে শহরে, বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

#### জয় দিয়ে

 সাতের পাতার পর ফেরার চেষ্টা করেছিল। তবে সেই পুরোনো স্পোর্টস স্কুলকে দেখা গেলো না। ৫৫ মিনিটে অনীতা জমাতিয়া স্পোর্টস স্কুলের হয়ে ১টি গোল শোধ করে। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে জয় পেয়ে মাঠ ছাড়ে মহাত্মা গান্ধী পিসি। ম্যাচ পরিচালনা করলেন পল্লব চক্রবর্তী।

#### মরশুম শেষ

 সাতের পাতার পর ছুটিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের পথে বসানোর ব্যবস্থা করেছেন। টানা দুইটি মরশুম ক্রিকেটহীন অবস্থায় কাটানোর পর রাজ্যের ক্রিকেটার এবং ক্লাবগুলি কি আর সহজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে ? ক্লাব ফোরামের ভূমিকায়ও ক্রিকেটপ্রেমীরা সন্তুষ্ট নয়। তাদের প্রশ্ন, রাজ্যের ক্রিকেটকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হলো না কেন? কেন পর পর দুইটি মরশুম এভাবে বেকার কাটাতে হলো ক্রিকেটারদের?

#### চ্যাম্পিয়ন এনএসআরসিসি

ব্যাটসম্যানদের একেবারে রাজা থেকে প্রজা বানিয়ে দিলো। ২৮.১ ওভারে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৮৯ রান করে তারা। সাগর সূত্রধর ৩২ এবং বিশাল শীল ১৯ রান করে। ৪৬ রানে জয় পেয়ে শিরোপা অর্জন এনএসআরসিসি। বিজয়ী দলের হয়ে শঙানীল সেনগুপ্ত এবং দেবজ্যোতি পাল ৩টি করে উইকেট নেয়। ফাইনালের সেরা ক্রিকেটার

নিৰ্বাচিত হয়েছে দেবজ্যোতি পাল।

 প্রথম পাতার পর নিয়ে এগোতে গেলে যে রাজনৈতিক বান্ধবও প্রয়োজন তা অনুভব করছে মথা। মথা নেতারা যেভাবে বিজেপি কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসকে নাকচ করছে সেভাবে নাকচ করছে না কংগ্রেসকে। এর কারণও আছে। অতীতে এই দলের সঙ্গে জোট গড়ে সরকারও গড়েছিলো উপজাতি যুব সমিতি। কিন্তু তখন উপজাতি শরিকদের অবস্থা বর্তমান সরকারের উপজাতি শরিকদের মতো বেইজ্জতকারী ছিল না। বরং উপজাতিদের অনেক দাবি সে সময়ে পূরণ হয়েছিলো। সেই সব কথা ভুলতে চান না রাজ্যে উপজাতিদের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক মোডলেরা। **আগরতলা প্রতিনিধির সংযোজন ঃ** আর

ঢাক ঢাক গুড় গুড় নয়, এবার সরাসরি পুরানো দল কংগ্রেসেই ফিরছেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ ও তার অনুগামী বিধায়ক সহ বিজেপির বিক্ষুব্ধ লোকজনেরা। একই সঙ্গে কংগ্রেসে যোগ কিংবা জোট যে কোনও একটিতে ফিরে গিয়েই হাত চিহ্নকে আঁকড়ে ধরবেন তিপ্রা মথা'র ব্রিগেডিয়ার— এটাও প্রায় পরিষ্কার। তৃণমূল আপ্রাণ চেষ্টা চালালেও সুদীপবাবুরা যে কংগ্রেসকেই তাদের পছন্দের তালিকায় রেখেছেন তা অবশ্য তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছেন সুদীপবাবুদের কাছে তৃণমূলের চেয়ে কংগ্রেসের জার্সি গায়ে দিয়ে খেলতে নামার অ্যাডভানটেজ অনেক বেশি। সেদিক থেকে সুদীপবাবুরা কংগ্রেসে ফিরলে গোটা দেশে কংগ্রেস রাজনীতিও ভিন্ন দিকে মোড় নিতে পারে। কারণ, দেশজুড়েই দলে দলে নেতা-নেত্রীরা কংগ্রেস ছেড়ে অন্য দলে নাম লেখাচেছন। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ নেতাদেরই পছন্দ এখন তৃণমূল। সেখানে তৃণমূলের লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সুদীপবাবুদের কংগ্রেসে যোগদান কংগ্রেসের মরা গাঙে জোয়ার এনে দিতে পারে। যতদূর খবর, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকেই ঢাকঢোল পিটিয়ে কংগ্ৰেসে যোগ দিতে চলেছেন সুদীপ রায় বর্মণ অ্যান্ড কোং। প্রায় কাছাকাছি সময়েই সরাসরি কংগ্রেসে যোগ দিতে পারে তিপ্রা মথা। তবে এ বিষয়টিকে অনেকে আবার সরাসরি যোগ না বলে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের বিষয়টিকেও প্রাধান্য দিতে শুরু করেছেন। বিপ্লব বিরোধী অবস্থানে থেকে বিজেপিতে সুদীপবাবুদের আর যে কিছুই হবে না সুশান্ত চৌধুরীর মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তারা তা বুঝে গিয়েছেন। কারণ, বিজেপি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার রাজনীতি শুরু করে দিয়েছে। সুদীপবাবুদের দল ভাঙিয়ে সুশান্ত চৌধুরীকে প্রথমেই টেনে নিয়ে গিয়ে সুদীপ বাহিনীর কোমর ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়েছে। তখনই সুদীপবাবুরা বুঝে গিয়েছেন, বিজেপির কোনও কোনও মহল থেকে তাদেরকে যতই আশ্বস্ত করা হোক না কেন, সবটাই যে ধোঁকা তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। সর্বশেষ সুদীপবাবুদের জঙ্ঘায় আঘাত করে বিজেপির বিদ্রোহী নেতা রণজয় দেব এবং প্রবীর নাগকে চেয়ারম্যান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাতে করে সুদীপবাবুরা আরও দুর্বল হয়ে পড়েন। অবশ্য বিজেপির কাছ থেকে এখন আর সূচাগ্রবৎ কোনও সম্মান কিংবা পদ আশা করেন না সুদীপবাবুরা। তারা বুঝে গিয়েছেন, কৌশলগত কারণে বিজেপি তাদের বহিষ্কার করবে না। কারণ বহিষ্কার করলেই তাদের বিধায়ক পদ বেঁচে যাবে। আর বিধায়ক পদ বাঁচানোর জন্য অপেক্ষা করে বিজেপিতে থেকে গেলে তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে। বিজেপি ইতিমধ্যেই ৬-আগরতলা এবং ৮-বড়দোয়ালি কেন্দ্রের নতুন প্রার্থীর সন্ধান করে নিয়েছে এবং এটা ব্রহ্মার মতোই সত্যি যে সুদীপ রায়বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা বিজেপিতে চুপচাপ থেকে গেলেও আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তাদেরকে আর টিকিট দেওয়া হচ্ছে না। সেদিক থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ধরেই নিয়েছিলো, সুদীপবাবুদের পরবর্তী গন্তব্য তৃণমূল। বিগত পুর নিগমের নির্বাচনে সদীপ অনুগামীদের তৃণমূলের প্রার্থী হওয়া সেই পথকে অনেকটাই যেন প্রশস্ত করেছিলো। কিন্তু তখনও মন স্থির করতে পারছিলেন না সুদীপবাবু। শেষ পর্যন্ত তৃণমূলকে সাইডলাইন করে **मिर्**य कश्राधारम यागमारनत বিষয়টিকেই মনে প্রাণে স্থির করে নিয়েছেন। সুদীপবাবুর ভাবনায় তৃণমূল যতই চেষ্টা করুক, এখনও গোটা দেশে প্রধান বিরোধী শক্তি কংখেস। ফলে, তাদের পক্ষে কংথেসের ঝান্ডা ধরাই হবে

যথোপযুক্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে সুদীপবাবুকে অক্সিজেন জুগিয়েছেন কংগ্রেসেরই প্রাক্তন সভাপতি, বর্তমানে তিপ্রা মথা'র ব্রিগেডিয়ার। ব্রিগেডিয়ারও বুঝে গিয়েছেন, বিজেপির সঙ্গে খেলায় বেশিদূর এগোতে পারবেন না তিনি। তৃণমূলের সঙ্গে জোটে গিয়েও তার তেমন কোনও ফায়দা হবে না। ফলে. তিপ্রা মথা'কে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে কংগ্রেসই তার শেষে গজব্য। সর্বশেষ, পাশাপাশি এই দুই শক্তি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হলে তৃণমূলের বাড়ি যে প্রায় খালি হয়ে যাবে এ ব্যাপারেও নিশ্চিত সুদীপবাবুরা। ফলে ত্রিপুরায় কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন যে সময়ের অপেক্ষা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

#### ৩৪১ চাকরি

• ৬-**এর পাতার পর** সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে।

 ৬-এর পাতার পর রয়েছে। যেমন, ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল এক্সাইজ/ প্রিভেন্টিভ অফিসার/ এগজামিনার) পদের পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫৭.৫ সেমি।

#### বন্ধ ১০২

 প্রথম পাতার পর ১০২ নম্বর লেখা অ্যান্থলেন্স গাড়িগুলো দাঁড়ানো থাকলেও, সেগুলো মুমূর্যু রোগীদের বহন করার কোনও পরিষেবা প্রদান করেনি। শুক্রবার বিভিন্ন হাসপাতাল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি জায়গাগুলোতে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা বিকল হয়ে পড়ার ঘটনায় স্বভাবতই রাজ্যজুড়ে নানা প্রশ্ন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তবে কি চালকদের বেতন হচ্ছে না ? বহির্রাজ্য থেকে আসা যে ঠিকাদারি সংস্থাটি অ্যাম্বলেন্স পরিষেবা পরিচালনা করার বরাত পেয়েছিলো, সেই কোম্পানিটি সঠিক পরিষেবা প্রদান করতে পারছে না? স্বাস্থ্য দফতরের ভেতরেই অ্যাম্বলেন্স পরিষেবা নিয়ে নানা মনির নানা মত ? এমন অনেকগুলো প্রশ্নই ১০২ নম্বর অ্যাম্বলেন্স পরিষেবাকে ঘিরে প্রকাশ্যে আসছে। ঠিক কি কারণে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিষেবা বিনা নোটিশে বন্ধ হয়ে গেলো, তা বোঝা দৃষ্কর। তবে অনেকেই অনুমান করছেন, স্বাস্থ্য দফতরের ভেতরের কোনও এক জটিলতার কারণেই বিষয়টি বন্ধ হওয়ার দিকে বাঁক নিয়েছে। আগামী কয়েকদিনের

#### সেরা পুলিশ সুমন

কয়েকটি মহলের ধারণা।

মধ্যেই সমস্যা মিটিয়ে এই পরিষেবা

পুনরায় চালু হতে পারে বলে

 প্রথম পাতার পর তালিকায় রয়েছেন ডিআইজি (দক্ষিণাঞ্চল) আরজিকে রাও), এসএএফ'র কমান্ডেন্ট প্রবীর মজুমদার। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার মানিক দাস, ট্রাফিক পুলিশের এসপি শর্মিষ্ঠা চক্রবতী, টিএসআর-এর তৃতীয় ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট নারায়ণ রায় চৌধুরী, পশ্চিম জেলার ভাবি এসপি বি জে রেড্ডি। পাঁচজন ডিএসপি, ৬ জন ইন্সপেকটর, ৫ জন সাবইন্সপেকটর পদের অফিসার ডিজি'র প্রশংসাপত্র পাবেন। এছাড়া সিআরপিএফ-র ১২৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের একজন এসআইকেও ডিজির প্রশংসাপত্র দেওয়া হবে। শনিবার পুরস্কার প্রাপকদের এম আর দেববর্মা স্মৃতি স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। ১০ জানুয়ারি, পুলিশ সপ্তাহের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উ পস্থিত থাক বেন মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্য পুলিশ পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে ৮ থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত নানা কর্মসূচি নিয়েছে।

 আটের পাতার পর - কতটা আঘাত পেয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিন মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসতেই সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েন। চারিদিকে শুধু আর্তচিৎকার শোনা যায় গোটা দুর্গাপুর জুড়ে। কেউই মুজিবর ইসলাম মজুমদারের অসময়ের মৃত্যুকে মেনে নিতে পারছেন না। তার প্রমাণ উঠে এসেছে শেষ যাত্রায় লোকসমাগম থেকেই। সোনামুড়া এলাকায় বিগত দিনে কারোর শেষ যাত্রায় এত সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ দেখা যায়নি বলে স্থানীয়দের অভিমত। তিনি যে মানুষের জন্য কাজ করতেন তা এদিন তার শেষ যাত্রায় হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করেছে।

🏿 প্রথম পাতার পর চিত্রটি সকালের পর সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে, এ তবে কেমন মহানাগরিক? নিন্দুকেরা ফেসবুকে লিখতে আরম্ভ করেছেন, যেকোনও শহরে মহানাগরিক আদতে মার্জিত-উচ্চশিক্ষিত একজন পণ্ডিত হন। রাজ্যের দুর্ভাগ্য, পূর্বতন মহানাগরিকের ছায়াকে পর্যন্ত ছুঁতে পারছেন না বর্তমান। অন্তর্ত 'শিক্ষা'র নিরিখে তো একেবারেই নয়। না হলে শহরের প্রথম নাগরিক হয়ে এভাবে শহরবাসীদের ভুল পথে চালিত করতেন না তিনি। একই অবস্থা শাসক দলের শিক্ষক মুখপাত্রের। মাইক্রোফোনের সামনে বসে ইয়া বড় বড় লেকচার দিতে অভ্যস্ত শিক্ষক মুখপাত্র যখন সরকারি নিয়ম ভাঙতে পারেন, তখন সাধারণ মানুষ কী কারণে শনিবার সকাল থেকে নিজেদের গাঁটের পয়সা প্রশাসনকে তুলে দেবেন? এই প্রশ্ন এখন ঘরে ঘরে। সামাজিক মাধ্যমে দীপকবাবুদের মাস্কহীন চলাফেরা এবং সরকারের আইনকে তামাটে করে রাখার দৈনন্দিন অভ্যাসকে জোকস হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। বিভিন্ন ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল। লজ্জার মাথা খেয়েও শনিবার থেকে দীপকবাবু ও শিক্ষক মুখপাত্রদের উচিত মুখে মাস্ক ব্যবহার করা। না হলে প্রশাসনের উচিত, এনাদের কাছ থেকেও ২০০ টাকা করে জরিমানা আদায় করা। একথা কে না জানে, এখন প্রশাসনে সেরকম 'চোস্ত' আধিকারিক নেই। তবে হাঁা. শনিবার সকাল থেকে মাস্ক না পরা থাকলে যদি প্রশাসন ২০০ টাকা করে জরিমানা আদায় করতে যান. তাহলে সাধারণ নাগরিকরাও গত কয়েক কিস্তির মতোই মা-বাপ তুলে গালাগালি দিতে পারেন প্রশাসনিক কর্তাদের।

একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। প্রতিদিন বহু মানুষ এক ইউনিট রক্তের জন্য এই ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে ওই ব্লাড ব্যাঙ্কে দৌড়ঝাঁপ করেন। তাছাড়া, প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক উদ্যোগে রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই করোনার টিকা নিয়ে রক্তদান করার বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। টিকা নেওয়ার পরে ১৪ দিন ফারাক রাখার বক্তবাটি যদি না মানা হয়, তাহলে রাজ্যে আদতেই কেন্দ্রীয় গাইডলাইন মানা এবং সেটিকে খতিয়ে দেখার মতো কোনও অবস্থাই বিরাজমান নেই। দেখার, এই খবর প্রকাশের পর রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তরফে বিষয়টি নিয়ে কোনও উদ্যোগ গৃহীত হয় কিনা। ডা. সুনীল গুপ্তা যে চিঠিটি পাঠিয়ে রাজ্যের রক্ত সঞ্চালন পর্যদকে টিকা এবং রক্তদান বিষয়ক গাইডলাইন জানিয়েছিলেন, সেটি হাড়ে হাড়ে মানা প্রয়োজন। এই খবর প্রকাশের পর দফতর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেটাই এখন দেখার।

 প্রথম পাতার পর ক্ষেত্রেও এই নিয়ম বলবৎ হবে । তার পাশাপাশি চুরাইবাড়ি, রেলপথ ও আন্তর্জাতিক সীমান্তের মাধ্যমে রাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রেও শীঘ্রই বিধি-নিষেধ লাগু হওয়ার ইঙ্গিত মিললো মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে। তিনি জানান, কোয়ারেন্টাইন সেন্টারসহ নাইট কারফিউ'র মত পথে হাঁটছে রাজ্য সরকার । ইতিমধ্যেই বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভারতীয় জনতা পার্টি রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার রাজ্য সফরসূচি আপাতত জানান মুখ্যমন্ত্রী।

স্থগিত রাখার সিধান্ত হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি, মিছিল, সভা বা লোকসমাগম করার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপিত হতে চলেছে। আপাত পরিস্থিতিতে যে কোনো ধরণের কর্মসূচিতেই লোক সমাগম এড়িয়ে যাওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তার পাশাপাশি হাট, বাজার বা অন্যান্য জনবহুল এলাকা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা ও যথার্থ কোভিড আচরণ বিধি অনুসরণ করে চলার আহান

# গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

 সাতের পাতার পর
বাধকে জাগ্রত করে। তাই তিনি অভিভাবকদের তাদের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার প্রতি অনুপ্রেরণা দেওয়ার আবেদন জানান। এছাড়াও অন্যান্য অতিথিগণও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। পরে অতিথিগণ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী এই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।

#### পয়েন্ট কাড়ল ইস্টবেঙ্গল

 সাতের পাতার পর খতে পেরেছে ইস্টবেঙ্গল। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসে ভরা ফুটবল খেলে কলকাতার প্রধান। এদিন মাত্র একজন বিদেশি চিমাকে রেখে দশজন স্থানীয় ফুটবলার নিয়ে দল সাজিয়েছিলেন রেনেডি সিং। এদিনও ব্যর্থ নাইজেরিয়ান। ১৩ মিনিটে একটা হাফ চান্স তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বাইরে মারেন চিমা। প্রথমার্ধে লাল হলুদের পজিটিভ সুযোগ বলতে এই একটাই। প্রথম ৪৫ মিনিট দুই দলই সেইভাবে সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। মুম্বইয়ের যাবতীয় আক্রমণ আটকে যায় অ্যাটাকিং থার্ডে। আঙ্গুলোর একটা শট তালুবন্দি করেন অরিন্দম। ম্যাচের ২৩ মিনিটে বক্সের মধ্যে বিকাশ জাইরুর হাতে বল লেগেছিল। পেনাল্টির আবেদন জানিয়েছিলেন মুম্বইয়ের ফুটবলাররা। কিন্তু রেফারি কর্ণপাত করেননি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জাইরুকে তুলে রফিককে নামান রেনেডি। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি আক্রমণ বাড়ানোর চেষ্টা করে মুম্বই।

প্রথম পাতার পর জাতি

সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত। ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সের যুবক-যুবতিরা এই নিয়োগ র্যালিতে অংশ নিতে পারবেন। ছেলেদের ক্ষেত্রে শারীরিক মাপের পরীক্ষা আগে উত্তীৰ্ণ হতে হবে। এ জন্য ২১ মিনিটে ৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হবে। ১৪ ফুট দূরত্ব লং জ্যাম্প দিতে হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়তে হবে। তার জন্য সময় থাকবে সাডে ৯ মিনিট। এনসিসি'তে 'এ' 'বি' এবং 'সি' সার্টিফিকেট থাকলে বাড়তি সুবিধা থাকবে। শারীরিক মাপে উত্তীৰ্ণ হলে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় বসার সুযোগ মিলবে। শারীরিক পরীক্ষার জন্য আট জেলায় যুবক-যুবতিরা নিয়োগ র্যালিতে অংশ নিতে পারবেন। এ বছরের ১১ মার্চের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ হবে। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকরা পুলিশ কনস্টেবলের নিয়োগে বয়সের ছাড় পাবেন। ত্রিপুরা পুলিশের ওয়েবসাইটে চাকরির সমস্ত তথ্য দেওয়া হয়েছে।বাংলা, ইংরেজি এবং ককবরক তিন ভাষাতেই কনস্টেবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, টিএসআর অফার ছাড়ার পর থেকেই গোটা রাজ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। আগরতলায় একাধিকবার আন্দোলনও হয়েছে। এই আন্দোলনের মধ্যে পুলিশ কনস্টেবলে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে রাজ্য সরকার।

#### দেশ ছাডলেন

 প্রথম পাতার পর ইনতেকাব আলম। টানা ২১ মাস চাকরিচ্যুত অবস্থায় সরকারের উপর ভরসায় ছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস হারিয়ে কাজের খুঁজে গেলেন দুবাই। ইনতেকাব'র বাড়ি সোনামুড়া। পরিবারে তিনিই ছিলেন একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির নেতা কমল দেব। তিনি জানান, আর কোনও উপায় না পেয়ে কাজের খুঁজে দেশ ছেড়েছেন ইনতেকাব। সরকার যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে না এটা বুঝে গিয়েছেন তিনি। তাই অভাবের তাড়নায় তাকে বিদেশ যেতে হয়েছে।

#### পৃষ্ঠা 🙂

# শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সম্প্রসারণ করছে রাজ্য সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী



**জানুয়ারি।।** রাজ্যের সীমান্ত সংলগ্ন বিদ্যালয়গুলিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এনএসএস বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ভাবিপ্রজন্মের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সম্প্রসারণ করছে রাজ্য সরকার। শুক্রবার যুব বিষয়ক ও

৬ বছর ধরে

নিয়োগ বন্ধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। জব

ফেয়ার নিয়ে অনেক প্রচার চলছে।

কিন্তু তার বিপরীতেও এমন কিছু

বিষয় আছে যা আন্দোলনের

জেরেই প্রকাশ্যে চলে আসছে। গত

কয়েকদিন ধরে স্বাস্থ্য দফতরে

বেকারদের দফায় দফায়

ডেপুটেশনের মধ্য দিয়ে অনেক

কিছু বেরিয়ে আসছে। যা এ রাজ্যে

সরকারি দফতরে নিয়োগের দরজা

বন্ধ হয়ে আছে বলে নিন্দুকেরা দাবি

করছে। শুক্রবার রেডিওগ্রাফার

বেকাররা ডেপুটেশন প্রদান করেছে

স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তার

উদ্দেশ্যে। বেকার রেডিওগ্রাফাররা

জানিয়েছে, ল্যাব টেকনিশিয়ান

পদে নিয়োগের কথা বলা হলেও

রেডিওগ্রাফারদের জন্য কোনও পদ

ছাডা হয়নি। করোনা মোকাবিলায়

রেডিওগ্রাফারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রয়েছে। বিভিন্ন প্রাথমিক

হাসপাতাল কিংবা কমিউনিটি হেলথ

সেন্টারে রেডিওগ্রাফারের স্বল্পতাও

রয়েছে। এদিন মূলত এই

বিষয়গুলিই তলে ধরতে সৌরভ

ভৌমিকের নেতৃত্বে ডেপুটেশন

প্রদান করা হয়। রাজ্যে ৬ বছর ধরে

রেডিওগ্রাফার নিয়োগ করা হচ্ছে

না। এই বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে

স্বাস্থ্য অধিকর্তার উদ্দেশ্যে। রাজ্যে

২১০ জনের মত বেকার

রেডিওগ্রাফার আছে। তাদের

নিয়োগের জোড়ালো দাবি

জানানো হয়। রাজ্যে বেকারদের

সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সরকারি উদ্যোগে জব ফেয়ারের

কথা বলা হলেও, এই সময়ের মধ্যে

রাজ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জব

ফেয়ারের মাধ্যমে নিয়োগ করা

হচ্ছে। অথচ সরকারের দফতরে

বিভিন্ন • এরপর দুইয়ের পাতায়

**প্রেস রিলিজ, আগরতলা**, ৭ ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে যুব সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২০২১-২০২২ ও মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই রক্তদান কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। এর পর

বিগত বছরগুলিতে ক্রীডা ও সেবামূলক ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রাখার জন্য জাতীয় ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কৃতদের সম্মাননা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্যান্য অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এনএসএস-এর মত কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেবামূলক মানসিকতা

হিসেবে সীমান্ত সংলগ্ন সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে এনএসএস বাধ্যতামূলক ও কার্যকর করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। ছাত্র জীবনের অত্যাবশ্যকীয় প্রবাহমান ঘটনাবলী ও পারি পার্শ্বিক শিক্ষাবিষয়ক কর্মসূচি সম্পর্কে পড়ুয়াদের সজাগ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোদি স্কুলস পরিকল্পনা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে চলেছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এর সফল বাস্তবায়নের বিভিন্ন শর্তাবলী শিথীলিকরণ-সহ একাধিক ক্ষেত্রে আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গী রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। নিয়োগ থেকে শুরু করে সমস্ত সুযোগ সম্প্রসারনে স্বচ্ছতার পাশাপাশি মহিলা স্বশক্তিকরণ, সামাজিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে রাজ্য সরকার। মহিলাদের রোজগার স্নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গুচ্ছ পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের

কোভিডের 🏿 **এরপর দুইয়ের পাতা**য়

প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে শুক্রবার কসবেশ্বরী কালী মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ ও যজ্ঞ করে কসবেশ্বরী কালীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্যদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য।

### টাকা পাচ্ছেন না কোভিড নাসঁরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, হাজার টাকা করেও দিচ্ছে না। গ্যাপ' বলেছিলেন। রাজ্য আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। কোভিড ডিউটি করার জন্য ২০ হাজার টাকার মাসিক ভাতায় বেকার নার্সদের কাজে লাগিয়েছিল স্বাস্থ্য দফতর। রাজ্যের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল জিবিপি হাসপাতাল বা জেলার হাসপাতালে তাদের কাজে লাগানো হয়। অন্তত চার মাসের টাকা তারা পাননি, টাকা বকেয়া পড়ে আছে। ভয়ে নাম জানাতে চাননি এমন কয়েকজন ভুক্তভোগী অভিযোগ করেছেন, এই সরকার স্থায়ীভাবে নার্স নিয়োগ করেনি, আবার বেকার নার্সরা, যারা জীবন বাজি রেখে কোভিড রোগীদের সেবা করেছেন, তাদের মাসিক ২০

দীর্ঘদিন বকেয়া পড়ে আছে। স্বাস্থ্য দফতরের এক সত্র বলছে, কবে এই টাকা দেওয়া হবে, তা এখনই বলা

কোভিডের প্রথম ওয়েভের সময়েও এরকমভাবে ডাক্তারও নেওয়া হয়েছিল, তাদের টাকাও বকেয়া পডেছিল, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে এটিজিডিএ'র নেতা সেই কথা তুলেছিলেনও।

সেই সময়েই সুপ্রিম কোর্টে ভারতের সলিসিটর জেনারেল যে যে রাজ্যে স্বাস্থ্য কর্মীদের টাকা নিয়মিত দেওয়া হচ্ছিল না, তাদের নামের তালিকায় ত্রিপরার নামও বলেছিলেন। তখন শিক্ষামন্ত্রী সেটাকে 'কমিউনিকেশন

বাহারুলবাবু চাকরিজীবন থেকে

অবসর নিয়ে বিজেপিতে যোগ

দিয়েছিলেন ২০১৮ সালের

প্রার্থীও হয়েছিলেন। বর্তমানে

হলফনামাও পেশ করেছিল, যদিও কাছাকাছি সময়েই ইন্টার্ন ডাক্তাররা বকেয়া স্টাইপেন্ডের দাবিতে জিবিপি হাসপাতাল চত্বর ঘেরাও

করেছিলেন। স্থায়ীভাবে নার্স নিয়োগ না হওয়া নিয়ে গতবছর সরকারপন্থী বলে পরিচিত নার্সদের সংগঠনের নেত্রী নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। বিগত সরকার ফিক্সডে হলেও নার্স নিয়োগ করত এবং এই সরকার তাও করছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতরে প্রচর ডাক্তার ও নার্স'র পদ খালি পড়ে আছে. বেকার নার্স, ডাক্তারও প্রচুর।

# নিহত মুজিবরের দিক থেকে মুখ ফেরালেন বিজেপি নেতারা, ৩০২ যোগ চান সুদীপ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ঠান্ডা মাথায় খুন করা হলো। একই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। আর আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। অভিযোগ করেছেন বিজেপি রাজনীতি কত নিষ্ঠুর, কত নির্মম বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণও। কিন্তু হতে পারে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের প্রয়াত নেতা মুজিবর ইসলাম মজুমদার। গত বছরের ২৮ আগস্ট নিজ বাড়িতেই প্রকাশ্য দিবালোকে দুষ্কৃতিকারীদের বর্বরোচিত হামলায় গুরুত্র জখম হয়েছিলেন মুজিবরবাবু। মেরে তার হাত ভেঙে দেওয়া হয়, মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে তার বুকে আঘাত করা হয়। গুরুতর আহত মুজিবরবাবু আর সেই আঘাত সামলে উঠতে পারেননি। দফায় দফায় কলকাতায় এসএসকেএম হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলেছে। কিন্তু মারের আঘাত তাকে এমনভাবেই কাবু করে ফেলেছে শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকদের টানা প্রচেষ্টাও হার মেনেছে মৃত্যুর কাছে। তার পরিবার পরিজনদের অভিযোগ, নিপাট ভদ্রলোক এবং সজ্জন জখম হওয়া মুজিবর কিছুদিন যাননি বাহারুলবাবু। হাসপাতালে

মুজিবরবাবুর দাদা বর্তমানের বিজেপি নেতা বাহারুল ইসলাম আগেই। বক্সনগরের বিজেপি মজুমদারের বক্তব্য, খুন নয়, অসুস্থতায় মৃত্যু হয়েছে তার বিজেপির সংখ্যালঘু সেল-র শীর্ষ



ভাইয়ের। বাহার লবাবুর এই বক্তব্যকে ঘিরে এদিন তোলপাড় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মনও। দুষ্কৃতিকারীদের হামলায় গুরুতর মুজিবর ইসলাম মজুমদারকে কার্যত আগেই কংগ্রেস ত্যাগ করে তৃণমূল

নেতা। আপন ছোট ভাই দুষ্কৃতিকারীদের হামলায় গুরুতর জখম হলেও রাজনৈতিক দূরত্ব থাকার কারণে ছোট ভাইকে একবার চোখের দেখাও দেখতে যখন তার শারীরিক অবস্থার

বাহার লবাবুর কাছে খবর যায় মুজিবরবাবু দাদাকে নাকি একবার দেখতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপি নেতা তথা দাদা বাহারুল ইসলাম মজুমদার ভাইয়ের শেষ সময়ের ডাকও ফিরিয়ে দিয়েছেন, পাছে তার রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব হয়ে যায় — এই ভয়ে। আর এই ভয় থেকেই এদিন বলেছেন, মারের আঘাতে নয়, তার ভাই অসুস্থতায় মারা গেছে। বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বাহারুলবাবুর এই বক্তব্যকে একজন রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, এটা কোনও ভাই ভাইয়ের জন্য বলতে পারে না। এমন বক্তব্য একমাত্র রাজনৈতিক নেতার পক্ষেই সম্ভব। বাহারুলবাবু কার্যত সেটাই করেছেন, তার কাছে ভাই নয় রাজনীতিই বড় হয়ে উঠেছে। তবে সুদীপবাবুর বক্তব্য, নিপাট ভদ্রলোক মুজিবুর ইসলাম মজুমদারকে ঠাভা মাথায় খুন করা হয়েছে। • **এরপর দুই**য়ের পাতায়

#### ফিরলো মৃত্যু আক্রান্ত ১০৩

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। করোনা আক্রান্তের গ্রাফ রাজ্যে ঊর্ধ্বমুখী। সংক্রমণের হার বেড়ে দাঁড়ালো ৩.০৯ শতাংশে। শুক্রবার ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত বাড়লো ১০০'র উপর। ফিরলো মৃত্যুও। শুধুমাত্র পশ্চিম জেলায় ৬২ জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। পরিস্থিতি দিন দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। তবুও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত নাইট কারফিউ স্কুল কলেজ বন্ধের নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি। সরকারের কাগজে কলমে নির্দেশিকা থাকলেও মাস্কবিহীন লোকজনদেরই বেশি দেখা যায় শহরে। শাসক দলের নেতাদের মুখেও মিছিল-মিটিং-এ মাস্ক আকছারই থাকছে না। এর মধ্যেই শুক্রবার ১০৩ জন নতুন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছেন একজন পজিটিভ রোগী। পজিটিভের সংখ্যা বেড়েছে উত্তর, সিপাহিজলা, দক্ষিণ এবং গোমতী জেলাতেও। যদিও ২৪ ঘণ্টায় সোয়াব পরীক্ষা বেশি একটা বাড়ায়নি রাজ্য প্রশাসন। শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া মিডিয়া বুলেটিন অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টায় ৩০৩০ জনের সোয়াব পরীক্ষা করা হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজ্যে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৩৩০ জনে। এখন পর্যন্ত ৮২৭ জন করোনা আক্রান্ত রাজ্যে মারা গেছেন। অন্যদিকে, দেশে প্রত্যেকদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে ১ লক্ষ ১৭ হাজারের উপর পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে মারা

#### গ্রেফতার খুনি

গেছেন ৩০২ জন সংক্রমিত রোগী।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ জানুয়ারি।। ধানের জমিতে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার এক অভিযুক্ত। অধরা আরেক অভিযুক্ত। গত ৩০ ডিসেম্বর দুপুরবেলায় বিশালগড় থানাধীন কলকলিয়া এলাকায় ধানের জমিতে কাজ করার সময় কথা কাটাকাটি নিয়ে বাপ-বেটা মিলে টিটু সরকার নামের এক ব্যক্তিকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করার অভিযোগ উঠেছিল। তিনদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর চারদিনের মাথায় জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ওই বৃদ্ধ। বিশালগড় থানায় অভিযুক্ত মানিক সিনহা ও তার ছেলে সুমন সিনহার বিরুদ্ধে মামলা হয়। শুক্রবার রাতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ মণিপুরী পাড়ার নিজ বাড়ি থেকেই অভিযুক্ত



মানিক সিনহাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও এই মামলার অপর অভিযুক্ত সুমনকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। শনিবারই মানিক সিনহাকে বিশালগড় আদালতে তোলা হবে বলে জানান পুলিশ। জানা গেছে, কলকলিয়া এলাকার একটি ধানের জমিতে প্রতিদিনই কাজ করেন তারা। গত ৩০ ডিসেম্বরও তারা যার যার জমিতে কাজ করছিল। এমন সময় কোন একটি কথা নিয়ে ৬০ বছরের টিটু সরকারের সাথে তর্কবিতর্ক শুরু হয় সুমন ও তার বাবা মানিক সিনহার। এক সময় উত্তেজিত হয়ে বাপ-বেটা দু'জনই বাঁশ দিয়ে টিটু সরকারকে মেরে রক্তাক্ত করে ফেলে রাখে ধানের জমিতে। এমনটাই অভিযোগ করেন মৃতের ছেলে লিটন সরকার। পরে এলাকাবাসী 🏿 **এরপর দুইয়ের পাতা**য়

#### চাকুরি ও শত্রু দমনে শ্রেষ্ঠ



মা কামাখ্যা

— ঃ ঠিকানা ঃ— খেজুর বাগান, ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স, জিঞ্জার হোটেল সংলগ্ন।

যেমন চাকুরি, গৃহশান্তি, প্রেম, বিবাহ, সন্তানের চিন্তা, ঋণমুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোনও ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সময়: সকাল ৯টা থেকে ১২টা বিকাল ৪টা থেকে রাত্র ৭টা

Contact No. - 9862107697 (W) / 9862108560

### জামিনে মুক্ত জঙ্গি নেতা পরিমল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। জেল থেকে জামিনে মক্তি পেলেন এনএলএফটির কট্টর জঙ্গি নেতা পরিমল দেববর্মা। যোগ দিচ্ছেন বিশিষ্ট আইনজীবী পীযূষ কান্তি বিশ্বাসের নতুন তৈরি করা রাজনৈতিক দল ত্রিপুরা ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টে। পরিমলকে পাশে রেখে এই ঘোষণা দিয়েছেন পীযুষের ছেলে পুজন বিশ্বাস। এনএলএফটি'র (পিডি) গ্রুপের তিনিই ছিলেন প্রধান। গত বছর মার্চে মিজোরামের রাজধানী আইজল থেকে ত্রিপুরা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ গোপন খবরের ভিত্তিতে গ্রেফতার করেছিলো। এরপর থেকে টানা আট মাস জেলেই ছিলেন পরিমল। শুক্রবার বেরিয়ে এলেন জেল থেকে। তার বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশের কাছে ছয়টি মামলা ছিলো। মামলাগুলি কাঞ্চনপুর, রাধাপুর, ছামনু এবং ধর্মনগর থানায় নথিভুক্ত করা হয়েছিলো। ২০১৪ সালে এনএলএফটি (বি এম) গোষ্ঠী থেকে আত্মসমর্পণ করেছিলো পরিমল। এর দুই বছর পরই আবারও অস্ত্র হাতে নিয়ে একজনকে খুন করার পর বাংলাদেশ পালিয়ে যায়। বাংলাদেশে গিয়ে নিজের আলাদা জঙ্গি গোষ্ঠী তৈরি করে। এডিসি নির্বাচনের আগে পরিমল বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো। তখনই ত্রিপুরা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ তাকে মিজোরামে গিয়ে গ্রেফতার করে। এনএলএফটির জঙ্গি সদস্য কান্তি মারাককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ পরিমল সম্পর্কে তথ্য পেয়েছিলো। এই পরিমলকে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। এরপর আদালতে রেখে ট্রায়াল চলতে থাকে। কাঞ্চনপুরেই তার নামে তিনটি মামলা ছিলো। শুক্রবার অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে আইনজীবী পূজন বিশ্বাস তার দলের হয়ে কাজ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি নিজেই জানান, বাধ্য হয়ে ভুল পথে গিয়েছিলেন পরিমল। ভূল বুঝে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চেষ্টা করছিলেন। আত্মসমর্পণ করতে যোগাযোগও করছিলেন। গ্রেফতার

#### জিঘাংসায় পুড়লো বাম

### নারীনেত্রীর ফসল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৭ জানুয়ারী।। রাজনৈতিক জিঘাংসার আগুনে পুড়ে ছাই হল বাম নারীনেত্রীর কষ্টার্জিত ফসল তথা প্রায় ১৫ কানি ক্ষেতের ধান ও খড়। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটে শুক্রবার সন্ধ্যা রাতে কমলপুর মহকুমার সালেমা থানাধীন রাখালতলী এলাকায়। আর শাসক গোষ্ঠির জিঘাংসার শিকার বাম নারীনেত্রী হলেন পূর্ব ডলুছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা সিপিআইএম সালেমা অঞ্চল কমিটির সদস্যা সবিতা দেবনাথ। স্থানীয় সিপিআইএম নেতৃত্বের অভিযোগ মূলে জানা যায় , নারীনেত্রী সবিতা দেবীর প্রায় ১৫ কানি জমির ধান কেটে তা জমি থেকে এনে বাডির পাশে মজত করেন অন্যান্য বছরের মতোই। ঐ ধানের একাংশ মাড়াই করে তার খড়ও রেখেছেন পার্শেই। শুক্রবার সন্ধ্যারাতে আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ এলাকার মানুষ দেখতে পায় দাউ দাউ করে জলছে খড় এবং ধানের আঁটিগুলি। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় আগুনের লেলিহান শিখা দেখে আতংকিত হয়ে পড়ে গ্রামবাসীরা। যেকোন সময় বাড়িঘরে ছড়িয়ে পড়তে পারে আগুন। তাই আগুন নিয়ন্ত্ৰণে এলাকার মানুষ দমকল বাহিনীর অপেক্ষা না করে নিজেরাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদিও সালেমা অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা কালহরণ না করে দ্রুততার সাথেই পৌঁছায় এবং বাড়ি ঘরে ছড়ানোর আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বাম নেতৃত্বের অভিযোগ, এই আগুন কোন দুৰ্ঘটনা নয়।শাসক দলের সংঘটিত সম্ভ্রাসের অংশ হচ্ছে এই অগ্নিকাণ্ড। যা থেকে বাড়ি ঘর সহ প্রাণ রক্ষা পেলেও রক্ষা পেল না বহু পরিশ্রমে ফলানো ক্ষেতের ফসল। যে ফসল হয়ত অগ্নিসংযোগ কারীদের ক্ষুধা নিবারণেও সহায়ক হত।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। পুলিশ সদর দফতর সরে যাচ্ছে মহাকরণ ভবনের পাশে। কুঞ্জবন মৌজার অন্তর্গত মহাকরণ বিল্ডিংয়ের কাছেই পুলিশ সদর দফতরের বিল্ডিং তৈরির কাজ শুরু হবে। ১২ জানুয়ারি সকাল ১১টায় নতুন সুপারের অফিস থেকে যাবে বলে ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জানা গেছে। ডিজিপি ছাড়াও এসপি, টিএসআর-র প্রথম, উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব পুলিশের শীর্ষ স্তরের অফিসাররা কুমার দেব। একই সঙ্গে ভার্চুয়াল কুঞ্জবনে নতুন বিল্ডিংয়ে চলে কমান্ডেন্ট সহ অন্যান্য পদ্ধতিতে ওইদিন ক্রাইম ব্রাঞ্চের স্থাবেন।তবে নতন বিল্ডিংয়ের কাজ অফিসারদের থাকতে বলা হয়েছে।

নতুন বিল্ডিংয়ের উদ্বোধনও হয়ে যাবে। অর্থাৎ ক্রাইম ব্রাঞ্চের নতুন বাড়ি শুরু হচ্ছে পুলিশ সপ্তাহের মধ্যেই।আগরতলার ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনিতে পুলিশ সদর দফতরটি বহু বছর পুরোনো। এই জায়গায় অবশ্য পশ্চিম জেলার পুলিশ

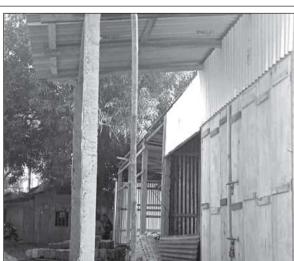
শেষ হতে বছরখানেকের উপর লাগতে পারে। এতদিন পর্যস্ত পুরোনো জায়গায়ই থাকবে পুলিশ সদর দফতর। নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে আইজি (প্রশাসন), ডিআইজি (পুলাশি সদর দফতর), পশ্চিম জেলার এসপি, সাইবার ক্রাইম'র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। ৬ জেলার এসপি সহ রাজ্য পুলিশে এসডিপিও পর্যায়ে ব্যাপক রদবদল। বদলি করা হয়েছে ট্রাফিকের এসপিকেও। রাজ্য পুলিশের টিপিএস অফিসার পর্যায়ে বদলি হলেন ৫০ জন। শুক্রবার বদলির এই নির্দেশিকাটি জারি করেছেন রাজ্য সরকারের উপসচিব এস কে দেববর্মা। বদলির তালিকায় রাজ্যের ৬ জেলার এসপি'র নাম রয়েছে। সদরের এসডিপিও রমেশ চন্দ্র যাদবকে সরাসরি ধলাই জেলার এসপি হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও এসডিপিওকে এসপি পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। বদলি হলেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার মানিক দাস। তার জায়গায় এসপির দায়িত্ব নিচ্ছেন আইপিএস বোগাতি জগদীশ্বর রেড্ডি। ঊনকোটি জেলার এসপির দায়িত্ব নিচ্ছেন কিশোর দেববর্মা। সিপাহিজলার

এসপি হচ্ছেন রতি রঞ্জন দেবনাথ। ত্র্লাইম হিসেবে পোস্টিং দেওয়া শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ এসপি শর্মিষ্ঠা চক্রবতীকে এন্টি নারকোটিক্সের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি আবার সিরিয়াস ক্রাইম দফতরের দায়িত্বও সামলাবেন। তিমির দাস এবং আপন জমাতিয়াকে পোস্টিং দেওয়া হয়নি। তাদের অপেক্ষমানের তালিকায় রাখা হয়েছে। প্রকিউরমেন্টের এসপি হচ্ছেন প্রবীর মজুমদার। পশ্চিম জেলার এসপি মানিক দাসকে টিএসআরের প্রথম এবং ১১ নং ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সঞ্জয় রায়কে টিএসআর'র ১০ এবং ১২নং ব্যাটালিয়নের যৌথ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথম ব্যাটালিয়ন থেকে অমরজিৎ দেববর্মাকে সরিয়ে টিএসআর'র অস্টম ব্যাটেলিয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সিপাহিজলার এসপি হচ্ছেন রতি রঞ্জন দেবনাথ।কুঞ্চেন্দু চক্রবর্তীকে পুলিশ সদর দফতরে এআইজি

হয়েছে। টিএসআর'র পঞ্চম ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট হচ্ছেন অনস্ত দাস। নবম ব্যাটেলিয়নের দায়িত্ব সামলাবেন রাজীব নাগ। ট্রাফিকের এসপি হিসেবে দায়িত্ব নেবেন রথলুঙ্গা ডার্লং। সুদেষ্ণা ভট্টাচার্যকে এমটিএফ'র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সদর দফতরেই আবারও পোস্টিং জুগিয়ে নিলেন সুব্রত চক্রবর্তী। পুলিশ সদর দফতর সূত্রে খবর, ১৮ বছরের উপর ধরে আগরতলায় পোস্টিং জুগিয়ে আসছে সুৱত চক্ৰবতী। তিনি এতদিন এআইজি (আইন শুঙ্খলা)র দায়িত্বে ছিলেন। পরোক্ষভাবে তিনি পুলিশের হয়ে মিডিয়া বিভাগটিও দেখতেন। এই জায়গায় এখন দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জ্যোতিস্মান দাস চৌধুরীকে। রাজ্য পুলিশে সম্প্রতি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে বেশ কয়েকজন পদোন্নতি পেয়েছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনই 🏿 **এরপর দুইয়ের পাতা**য়





চম্পকনগরস্থিত বহু পুরানো রেশন গুচ্ছ প্রকল্প কেন্দ্রের সামনে বিজেপি মন্ডল অফিস ও বাইক বাহিনীর কর্মকর্তাদের দোকানঘর নির্মাণ চলছে সরকারি জায়গায় মাটি ভরাট করে। স্থানীয় পুলিশ স্টেশন এর সামনের ঘটনা। প্রশাসন ও রেশন গুচ্ছ দফতর বিজেপি বাইক বাহিনী ভয়ে চুপ।

# আবারও গ্রেফতার আশি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। আবারও গ্রেফতার হলেন বিজেপির বরখাস্ত বিধায়ক আশিস দাস। শুক্রবার তাকে সার্কিট হাউসের সামনে থেকে আরও এক দফায় তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। এনসিসি থানায় তাকে আটকে রাখা হয়। আশিস এদিন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলেন। মুখ্যমন্ত্ৰী ছাড়াও আশিসের অভিযোগের নিশানায় তথ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। আশিসের বক্তব্য, বিধানসভার অধ্যক্ষ নিরপেক্ষ নন। তিনি বিধায়ক হিসেবে পদত্যাগ করেননি। শুধুমাত্র তৃণমূলের পতাকা ধরেছেন। উল্টোদিকে আইপিএফটি বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা বিধানসভায় হাজির হয়ে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। তিপ্রা মথার প্রধান প্রদ্যোত দেববর্মাকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। এরপরও বৃষকেতুর বিধায়ক পদ বাতিল করতে পারেননি অধ্যক্ষ। আমাকে ভয় পেয়েছেন বিপ্লব কুমার দেব। এই পালন করেনি। প্রধানমন্ত্রী নিজে এসে কারণেই আমাকে বেআইনিভাবে



গ্রেফতার করছে। আমি নিজের জীবনে সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি মানুষের জন্য।বিজেপি ভোটের আগে ২৯৯টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। একটিও বেসরকারিকরণের উপর সিলমোহর

দিয়ে গেলেন। তথ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী নিজের গুরুকে সম্মান করেননি। তিনি একবার তৃণমূলে গিয়েছিলেন। সবসময়ই করেছেন কংগ্রেস। এখন বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে বেসরকারি হাতে আবার বিজেপির মন্ত্রী হয়ে বসে তুলে দেওয়ার বিরোধিতা করে আছেন। ব্যক্তিস্বার্থে মন্ত্রিত্বের লোভে

নিজের গুরুকেই ছাড়েননি। এদিন আশিসের আন্দোলনের ২২তম দিন ছিল। রাজ্যের ১০০টি স্কুলকে

করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারি

বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে

### দেশপ্রেম দিবস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য কমিটির তরফে আগামী ২৩ জানুয়ারি স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবসে দেশপ্রেম দিবস পালন করা হবে। এই উপলক্ষে ২৩ জানুয়ারি বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ফরোয়ার্ড ব্লক অফিসে থাকবে কর্মসূচি। এদিকে, ৯ জানুয়ারি সকাল ১০টায় ফ্রেন্ডস इँ जियन क्रांटित रलघरत অনুষ্ঠিত হবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুকদের যথাসময়ে বয়সের প্রমাণপত্র নিয়ে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

### রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পের রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

**প্রেস রিলিজ, আগরতলা**, ৭ অভিযানের মূল লক্ষ্য হচেছ জানুয়ারি।। রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পের রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির প্রথম সভা শুক্রবার সচিবালয়ের ১নং সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির চেয়ারম্যান তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যীফু দেববর্মণ। রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পের অধীনে যে সমস্ত কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে তা পঞ্চায়েত দফতরের অধিকর্তা দেবানন্দ রিয়াং সভায় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি জানান, রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ

পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও উন্নত করে তোলা, রাজ্যে উপলব্ধ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য পঞ্চায়েতগুলিকে আজ রাতের ওযুধের দোকান সাহা মেডিসিন সেন্টার

আরও উন্নত করে তোলা, রাজ্যে উপলব্ধ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, নিজস্ব আয়ের উৎস বাড়াতে পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রাম সভার কাজকে শক্তিশালী করা। পাশাপাশি পঞ্চায়েতগুলির কাছে ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর করা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং উন্নত সেবা প্রদানের জন্য ই-গর্ভনেন্স ব্যবস্থাকে উন্নত করাও রাষ্ট্রীয় থাম স্বরাজ অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য। পঞ্চায়েত দফতরের অধিকর্তা আরও জানান, সেন্ট্রাল এমপাওয়ারড কমিটি রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পের অধীনে রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি রুপায়ণের জন্য ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ১৪ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার মঞ্জুরি দিয়েছে। পাড়ে, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা কর্মসূচিগুলির মধ্যে রয়েছে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ, পঞ্চায়েত দফতরের অতিরিক্ত সচিব টি কে পরিকাঠামো উন্নয়ন, ই-গর্ভনেন্স

ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে

কম্পিউটার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক

সরঞ্জাম প্রদান, তথ্য, শিক্ষা ও

যোগাযোগ (আইইসি) ব্যবস্থাকে

শক্তিশালী করা ইত্যাদি। এর মধ্যে

২০২০-২১ অর্থবর্ষে দক্ষতা উন্নয়ন

ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৬৭৯৪ জন

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ

দেওয়া হয়েছে। তাতে ব্যয় হয়েছে

১০ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পে

পঞ্চায়েত পরিকাঠামো উন্নয়নে

১৫টি নতুন পঞ্চায়েত ভবনের

নিৰ্মাণ কাজ চলছে। প্ৰতিটি

পঞ্চায়েত ভবনের নির্মাণের জন্য

২০ লক্ষ টাকা করে ব্যয় হবে। গ্রাম

পঞ্চায়েত ও ভিলেজ

কাউ সিলগুলিতে ই-গর্ভ নেস

ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে

২০৮টি কম্পিউটার ও অন্যান্য

জনগণকে অবহিত করতে ১২ টি অ্যাসপিরেশনাল ব্লুকে পাবলিক ইনফরমেশন বোর্ড স্থাপনের জন্য ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকার ফান্ড প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্ৰী যীষ্ণু দেববৰ্মণ বলেন, পাবলিক ইনফর মেশন বোর্ডগুলিতে সঠিক এবং চালু প্রকল্পগুলির তথ্য থাকতে হবে। রাষ্ট্রীয় থাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পের অধীনে যে সমস্ত কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে তার যথাযথ রূপায়ণে রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির সদস্য-সদস্যাদের সঙ্গে পঞ্চায়েত দফতরকে সমন্বয় রেখে কাজ করার পরামর্শ দেন তিনি। সভায় উপমুখ্যমন্ত্ৰী ছাড়াও পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব, জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, দক্ষিণ চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝুনু দত্ত, অর্থ দফতরের সচিব ব্রিজেশ দফতরের সচিব চৈতন্যমূর্তি,গ্রামোন্নয়ন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। আগামী ১০ জানুয়ারি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার ত্রিপুরায় আসার কথা ছিল। বিজেপি দলের তরফেই আগে এই সংবাদ জানানো হয়েছিল। আগামী ১১ জানুয়ারি বিজেপির প্রদেশ কার্যকারিণী বৈঠকে জে পি নাড্ডা উপস্থিত থাকবেন বলেও কথা ছিল। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে জে পি নাড্ডা রাজ্য সফরে আসছেন না। শুধু তাই নয়, প্রদেশ কার্যকারিণী বৈঠকও আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে দলের তরফে প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেছেন, দেশের সর্বত্র করোনার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে ওমিক্রন নিয়েও আতঙ্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে। ত্রিপুরা সুরক্ষিত আছে এবং যে কোনও বিপরীত পরিস্থিতির মোকাবিলায় তৈরি রয়েছে। বিষয়টি খাটো করে দেখার মত নয় বলে মনে করছে বিজেপি প্রদেশ কমিটি। এই পরিস্থিতিতে এদিন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, ত্রিপুরায় আগামী ১৫ দিন পার্টির যাবতীয় কার্যক্রম স্থগিত রাখা হবে। সেই মোতাবেক জে পি নাড্ডা যে আসছেন না তাও জানানো হয়েছে দলের তরফে। এদিকে পূর্ণরাজ্য

আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ଆଡ଼ବାନା କଜା খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ **>**7085917851

দিবসের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয়

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যে আসছেন

বলে প্রচার ছিল। আপাতত

সেটিও যে স্থগিত থাকছে তা

### স্বামীর কোয়ার্টারে স্ত্রী'র আগমনে লঙ্কাকাণ্ড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কোন ধরনের সমস্যা হয়নি। তবে হয়নি। তাই মহিলাকে নিয়ে ওসি ফটিকরায়, ৭ জানুয়ারি।। দু'জনের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্কের পর নাকি বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর দু'জন এক সাথে পাওয়ার গ্রিডের কোয়ার্টারে বসবাস করেছিলেন। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ঝামেলার কারণে স্ত্রী স্বামীর কোয়ার্টার ছেড়ে চলে আসেন বাপের বাড়িতে। সেই ঝামেলা মীমাংসা করে পুনরায় স্বামীর সাথে বসবাস করতে চাইছেন স্ত্রী। কিন্তু সেই ঝামেলা মেটাতে চাইছেন না পাত্রপক্ষ। সেই কারণেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কুমারঘাট পাওয়ার গ্রিড কোয়ার্টার কমপ্লেক্সে লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে যায়। মহিলার স্বামী পাওয়ার গ্রিডে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত। এদিন সকালেই মা-বাবা'কে নিয়ে স্বামীর কোয়ার্টারে আসেন তরুণী বধু। ওই সময় তাদের আসাকে কেন্দ্র করে

বিকেল নাগাদ পরিস্থিতি পাল্টে যায়। মহিলা অভিযোগ করেছেন, তাকে এবং পরিবারের সদস্যদের কোয়ার্টার ছেডে চলে যেতে বলা হয়। তারা কারণ হিসেবে কিছু না বললেও কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য অফিস কর্তপক্ষ চাপ দিতে থাকে বলে অভিযোগ। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় মহিলার শ্বশুর-শাশুডি কোয়ার্টারে থাকলেও তারা একেবারে নীরব ভূমিকা গ্রহণ করেন। কি কারণে অফিস কর্তৃপক্ষ মহিলাকে চলে যেতে বলেছেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। শেষমেষ বাধ্য হয়ে মহিলা কুমারঘাট থানার দারস্থ হন। থানার ওসি অশেষ দেববর্মা বিষয়টি নিয়ে পাওয়ার গ্রিডের ডিজিএম'র সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফোনে যোগাযোগ সম্ভব

নিজেই কোয়ার্টারে আসেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। বরং দু'পক্ষের হইচই-এ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। যাকে কেন্দ্র করে গোটা ঘটনা অর্থাৎ মহিলার স্বামীকে সকাল থেকে সেখানে দেখা যায়নি। অভিযোগ উঠে ইচ্ছাকৃতভাবেই তিনি সরে আছেন। মহিলার অভিযোগ তার স্বামীর আরেকজনের সাথে সম্পর্ক আছে। তাই তিনি প্রথমা স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে চাইছেন না। অথচ তাদের যে বিয়ে হয়েছে তা সবারই নাকি জানা আছে। কারণ, মহিলা দীর্ঘদিন স্বামীর সাথেই ওই কোয়ার্টারে ছিলেন। মহিলার কথা অনুযায়ী তিনি আগেও পুলিশ এবং পাওয়ার গ্রিড কর্তৃপক্ষের দারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তার অভিযোগের কেউ কর্ণপাত করেননি।

# অঙ্গেতে বাঁচলেন আইনজীবীর

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। অল্পেতে রক্ষা পেলেন আইনজীবীরা। বড়সড় বিপদ ঘটে যেতে পারতো শুক্রবার আদালত চত্বরে। ছাদের আস্তরণ ভেঙে পডলো আইনজীবীদের সামনেই। এই আস্তরণ মাথায় পড়লে জীবনহানি পর্যন্ত হতে পারতো। শুক্রবার এই ত্রি*পুর*া অ্যাসোসিয়েশনের ৬ এবং ৭ নং রংমের সামনেই। ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের ছাদের আস্তরণ ভেঙে পড়ে। বহু বছর পুরোনো ত্রিপুরা বারের এই বিল্ডিংটির অবস্থা খারাপ। শুধুমাত্র উপর দিয়ে রং করেই বিল্ডিংটি সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুলছেন আইনজীবীরাই। এদিন ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কৌশিক ইন্দু নিজেই পুরোনো বিল্ডিংটির অবস্থা খারাব বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি জানান, সরকার দ্রুত আইনজীবীদের বসার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আইনজীবীদের সুরক্ষার জন্য করে। নতুন রং দেখে বার সরকারের কাছে আমরা নতুন অ্যাসোসিয়েশনের বিল্ডিংয়ের বিল্ডিং তুলে দেওয়ার দাবি ভগ্নদশা বোঝার উপায় নেই। জানাবো। এদিন আইনজীবীদের আইনজীবী অসীম ব্যানার্জি বসার রুমের পাশে ছাদের আস্তরণ জানিয়েছেন, অন্ততপক্ষে ভেঙে পড়ায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। তিন/চারজন আইনজীবী জখম এই পথ ধরে আইনজীবী ছাড়াও হতে পারতেন। কোনওভাবে মক্কেলরাও প্রতিনিয়ত আসা-যাওয়া সবাই রক্ষা পেয়েছেন।



# স্টপেজের দাবিতে আন্দোলনে বাম যুব সংগঠন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা - শিলচর-আগরতলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি মনুঘাট রেলস্টেশনে দাঁড়ায় না। এরফলে মনুঘাট থেকে শুরু করে ছামনু সহ হলে আমবাসা অথবা কুমারঘাট

ট্রেনটি যাতে মনুঘাট স্টেশনে ক্ষণিকের জন্য হলেও দাঁড়ায় সেই দাবি নিয়ে এবার যৌথভাবে

জন্য বিল্ডিংয়ের দিকে লক্ষ্য করুক।

মানুষের জন্য বেশ কস্টদায়ক। নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ত্রিপুরা এবং সম্পূর্ণ ত্রিপুরা। সভা আমবাসা, ৭ জানুয়ারি ।। সাধারণ মানুষের এই কন্ট যাতে এদিন দুপুরে মনু-ছামনু সড়ক লাঘব হয় তার জন্য এই এক্সপ্রেস থেকে বাম যুব নেতাকর্মীদের মিছিল শুরু হয়ে রেলস্টেশনে গিয়ে সভায় মিলিত হয়। ওই সভায় বক্তব্য রাখেন টিওয়াইএফ নেতা দয়াময় গোটা লংতরাইভ্যালি মহকুমার আন্দোলনমুখী হল দুটি বামপন্থী যুব চাকমা, ডিওয়াইএফআই নেতা দাবিসনদ এন এফ রেলওয়ে মানুষকে এই ট্রেনে যাতায়াত করতে সংগঠন যথাক্রমে ডিওয়াইএফআই নিতাই দাস, সিপিআইএম এর কর্তৃপক্ষের নজরে নেবেন বলে বাম এবং টিওয়াইএফ। শুক্রবার এই দুই লংতরাইভ্যালি মহকুমা সম্পাদক েস্টেশনে গিয়ে উঠা-নামা করতে বাম যুব সংগঠনের উদ্যোগে এই মন্ডলীর সদস্য আশিস সাহা, প্রদানকারী প্রতিনিধি দলে ছিলেন দেবনাথ সহ কমিটির অন্যান্য | হয়। যা দু'দুটি বিধানসভা কেন্দ্র দাবির সমর্থনে দীর্ঘ মিছিল, সভা মহকুমার বিশিষ্ট বামনেতা বুদ্ধচাকমা, রাহুল দাস,স্থপন সরকার

শেষে চারজনের একটি প্রতিনিধি দল স্টেশন মাস্টারের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হয় এবং তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি উনার হাতে তুলে দেন। স্টেশন মাষ্টার এই সদস্য-সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্বলিত এই মহকুমার সাধারণ এবং মনুঘাট স্টেশন মাস্টারের ফুলমোহন ত্রিপুরা, চিন্তামোহন এবং চিন্তামোহন ত্রিপুরা।

## আজকের দিনটি কেমন যাবে

৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

গরম করে নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। ক্রোধের বশে লাকদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবেন না। চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ। বাহু ও উরুতে আঘাত লাগার প্রবণতা বেশি। **l** ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ | হলেও নানা সমস্যা দেখা দেবে। বৃষ: দীর্ঘদিনের পুরনো শারীরিক |

সমস্যা নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। একাধিক শুভ যোগাযোগ আসবে, যা উপার্জন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগের প্রবণতা সমস্যায় ফেলতে পারে। ব্যবসায়ীদেরও চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভই। মিথুন : দিনটিতে এই রাশির | 🦏 জাতক - জাতিকাদের 📗 রাগ জেদ দমন করা দরকার।

উপাৰ্জন ভাগ্য শুভ। তবে ব্যবসাস্থান শুভ। গৃহস্থান শুভ থাকায় তেমন কোনো সমস্যা হবে না। স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে সহযোগী মনোভাব থাকবে।

🕳 কৰ্কট : স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল 🤼 মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক ভাগ্য **।** মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠবে।

সিংহ: শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে | শুভাশুভ মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায় দিনিটিতে। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে অশুভ ফল নির্দেশ করছে শত্রু মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে। নিজেকে সংযত থাকতে হবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

**কন্যা: শ**রীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। তবে মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যায়। কর্মস্থলে কিছুটা ঝামেলা থাকবে। | আর্থিক ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পরিলক্ষিত হয়। শত্রু পক্ষ অশান্তি সৃষ্টি করবে। মামলা মোকদ্দমায় না যাওয়াই ভালো। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে

তুলা : দিনটিতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল

নিৰ্বাঞ্জাটে কাটবে। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল নির্দেশ করছে। সাফল্যের পথে কোনও বাধা থাকবে না। শত্ৰু হ্ৰাস পাবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

বৃশ্চিক: শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন

্রত্ন আও বর্ণ নেওয়া দরকার। সম্মানহানির সম্ভাবনা 👌 আছে দিনটিতে। তাই । চলাফেরায় সতর্ক থাকতে হবে। শুভ শত্রুতা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। চাকরিজীবী এবং ব্যবসায়ীদের উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে ব্যবসায় নানান সমস্যায় সম্মুখীন হতে হবে। মাথা ঠাভা রেখে চলতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগে থাকতে হবে। জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ।

যাবে পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। তবে আত্মীয় গোলযোগ । সৃষ্টি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে চলবেন। ব্যবসায়ীদেরও সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে। মকর : দিনটিতে মাথা ঠান্ডা

রেখে চলবেন। কর্মকেত্রে উপরওয়ালা ও সহকর্মীদের সঙ্গে 📨 মিলে মিশে চলুন। আর্থিক দিনটা খারাপ তবে ব্যয় পরিহার করুন। l বিশেষ করে অযথা ব্যয় করবেন

কুম্ভ: স্বাস্থ্য ও মানসিক দিকও 🔳 ভালোই যাবে। বন্ধু থেকে উপকৃত হতে পারেন। পারিবারিক

পরিবেশকে আনন্দদায়ক থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সামান্য ঝামেলা হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা খারাপ

💌 মীন : দিনটিতে কৰ্মক্ৰে অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো যাবে। কোনো সমস্যা দেখা দেবে না।

পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে একটু দূরে থাকবেন। দিনটিতে মনের l শান্তি বিঘ্ন হবে না। ব্যবসায়ীদের মোটামুটি সন্তোষজনক। মানসিক l জন্য দিনটি ততটা শুভ নয়।

# প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। জিবি হাসপাতালের ডায়ালেসিস পরিষেবা নিয়ে বার বার ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন রোগী ও তাদের আত্মীয়পরিজন। শুক্রবার দুপুর থেকে জিবি হাসপাতালের ডায়ালেসিস বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে রোগী ও তাদের আত্মীয় পরিজনরা হাসপাতালে বসে থাকেন। কিন্তু যাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে তাদের আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম ক্রয় করে বিতরণ | নিয়ে চিন্তায় পড়ে যান



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খরচে গরিব ও মেধাবি ছাত্রছাত্রীদের সরকারি খরচে পড়াশোনার দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ অধিকর্তার উদ্দেশ্যে ১০ দফা দাবি সনদ পেশ করেছে। তারা তাদের

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। বিনা উদ্দেশ্যে। সম্প্রতি গৃহীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেসর কারি প্রতিনিধিত্ব বিষয়ক গৃহীত নীতি প্রত্যাহার, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের করেছে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন নামে রাজ্যের সব স্কুলকে উন্নত কমিটির রাজ্য ইউনিট। সংগঠনের করা, কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তরফে এক প্রতিনিধি দল শিক্ষা বেসরকারি বা এনজিও'র হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, আউটসোর্সিংয়ে নিয়োগ বন্ধ

দাবির কথা তলে ধরেছে অধিকর্তার

করা, ক্ষলগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান ইত্যাদি। সংগঠন মনে করে সম্প্রতি গৃহীত দৃটি নীতি বা প্রকল্প রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় আঘাত নামিয়ে আনবে। ১০০টি স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে এনে অন্যান্য স্কুলে বিভাজন তৈরি করবে।



আত্মীয়পরিজনরা। বেশ কয়েকজন রোগীকে দেখা গেছে যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। রোগীর পরিজনরা প্রশ্ন তুলেন কেন রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালের ডায়ালেসিস পরিষেবা মুখথুবড়ে

পড়ছে? এদিন রোগীর পরিজনরা জানান, মেশিন বিকল হয়ে থাকার কারণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের অপেক্ষা করতে বলেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বলেছেন, ডায়ালেসিস করার প্রয়োজনীয় জল

ডায়ালেসিসের জন্য জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তারপরেও স্বাস্থ্য দফতর কর্তৃপক্ষ ডায়ালেসিস পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে রোগীদের অভিযোগ। একজন রোগীর পরিজন জানান, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছেন মেশিন সারাই করার জন্য লোক আসছে। কিন্তু কখন লোক আসবে, আর কখন মেশিন সারাই হবে তা কিছুই বলা হয়নি। কেউ কেউ তিন-চার ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করেছেন ডায়ালেসিসের জন্য। এই সময়ে রোগীদের কি ধরনের সমস্যা হয়েছে তা কেবল মাত্র তারাই টের পেয়েছেন।

নেই। সেই কারণেই পরিষেবা বন্ধ

হয়ে আছে। প্রতিদিন রাজ্যের

বিভিন্ন স্থান থেকে রোগীদের

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। সংখ্যা ৩৯৮ এর উত্তর 2 5 7 8 6 9 4 1 3 3 4 8 7 1 2 9 6 5 6 1 9 3 5 4 8 7 2 5 8 1 6 9 3 7 2 4 9 7 2 4 8 1 5 3 6 4 6 3 5 2 7 1 8 9

8 3 6 1 4 5 2 9 7

7 9 4 2 3 8 6 5 1

1 2 5 9 7 6 3 4 8

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৯৯								
		3				4	2	8
2		1	7	9		5		
6	8		4	3				
	9						5	1
				6		8		3
3		4			7	2		
	6		8	2	1	3		
					4		8	
5			3	7	6		9	

# বন্ধের দিনে সিপাহিজলায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, লোকজনকে পিকনিক করতে দেখা সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বিশালগড়, ৭ জানুয়ারি।। সাধারণ গেছে তা থেকেই এই বিষয়টি স্পষ্ট



কিন্তু কেউ যদি প্রশাসনের সাথে করা হলে অভয়ারণ্যের প্রহরী জড়িত থাকেন, তার জন্য পিকনিকের ক্ষেত্রে পুরোপুরি ছাড় দিয়ে রেখেছে বন দফতর। শুক্রবার

জানান উপর মহলের নির্দেশ আছে। তিনি যখন সাংবাদিকের সাথে কথা বলছিলেন তখনই একটি যেভাবে সিপাহিজলায় বাস ভর্তি গাডি সিপাহিজলায় প্রবেশ করে।

বলেন, ম্যাডামের জন্য গেট খোলা হয়েছে। ম্যাডামের নাম নাকি অর্চনা। তাহলে কি তার নির্দেশেই বন্ধের দিনে সিপাহিজলায় পিকনিক হয়েছে? যেহেতু, পর্যটন কেন্দ্র থেকে রাজ্য সরকারের রাজস্ব আসে তাই যত বেশি পর্যটক সেখানে আসবেন তাতে রাজস্ব বাড়বে তা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু দফতর যেহেতু নিয়ম চালু রেখেছে শুক্রবার সেখানে পিকনিক বন্ধ থাকবে, তাহলে দফতর কর্তারা নিজেদের কার্যকর করা নিয়ম কিভাবে লঙ্ঘন করছেন? সিপাহিজলা অভয়ারণ্য নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। এবার বন্ধের দিনে পিকনিকের আয়োজন ঘিরে অভিযোগের তালিকায় আরও একটি বিষয় যুক্ত হল।

চরাইবাডি, ৭ জানুয়ারি।। কয়েকটি থানা এলাকা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত চুরাইবাড়ি থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়লো প্রায় ২০০ কেজি গাঁজা। এ ঘটনায় পুলিশ আটক করেছে লরি চালক এবং সহচালককে। তেলিয়ামুড়া থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল প্রায় ২০০ কেজি গাঁজা। শুক্রবার দুপুর ২টা নাগাদ চুরাইবাডি থানার পুলিশ রুটিন তল্লাশির সময় এএস০১এইচসি৩৩৮৫ নম্বরের ১২ চাকার লরিটি আটক করে। লরির কেবিনে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় প্রায় ২০০ কেজি গাঁজা। লরির চালক বিপুল দাস এবং সহচালক কমিন্দ্র জমাতিয়াকে আটক করা হয়। অভিযুক্ত চালকের বাড়ি অসমের বরপেটা জেলায়। তার সহযোগী কমিন্দ্র জমাতিয়ার বাড়ি তেলিয়ামুড়ায়। অভিযুক্ত চালক জানায়, ২০০ কেজি গাঁজা গন্তব্যস্থলে পৌছে দিলে ২ লক্ষ টাকা ভাড়া বাবদ দেওয়া হবে বলে তাকে জানানো হয়েছিল। লরি থেকে ১৯টি প্যাকেট উদ্ধার হয়। যদি চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ যার বাজার মূল্য প্রায় ২২ লক্ষ টাকা হবে বলে মহকুমা প্লিশ আধিকারিক জানান। আটককৃত

বিজেপি ছাড়লো

২৩০ জন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বিশালগড়, ৭ জানুয়ারি।। আবারও

বিজেপিকে ধাক্কা দিল তিপ্ৰা মথা।

শুক্রবার গোলাঘাটি বিধানসভা

কেন্দ্রের মুসলিম পাড়ায় তিপ্রা মথার

যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সেখানে ৬০ পরিবারের ২৩০ জন

ভোটার বিজেপি ছেড়ে তাদের

দলে যোগদান করেছে বলে তিপ্রা

মথার তরফ থেকে দাবি করা

হয়েছে। দলীয় পতাকা নিয়ে

তাদেরকে দলে বরণ করে নেন

প্রাক্তন বিধায়ক রাজেশ্বর দেববর্মা।

সাথে ছিলেন রঞ্জিত দেববর্মাও।

ওরাং সমাজের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

কমলাসাগর, ৭ জানুয়ারি।। ওরাং

সমাজ উন্নয়ন সমিতির ৩৫তম

বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়

কমলাসাগরের পুরান পাড়ায়। এই

প্রথম কমলাসাগরে সম্মেলনের

আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে

উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের

যাতে ওই সম্প্রদায়ের জনগণের স্বার্থে

বিশেষ সুযোগ-সুবিধা চালু করে সেই

দাবিও উত্থাপন করেন নেতৃত্ব।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন নৃত্য ও সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তাদেরকে শনিবার ধর্মনগর প্রশ্ন উঠছে, তেলিয়ামুড়া থেকে চুরাইবাডি পর্যস্ত পৌছতে বেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, দু'জনের বিরুদ্ধে এনডিপিএস এভাবেই অন্যান্য সময় নেশা অ্যাক্টে মামলা নেওয়া হয়েছে। সামগ্রী রাজ্যন্তরী হচ্ছে। অসম পুলিশ বিগত দিনে এই ধরনের বেশ আদালতে পেশ করা হবে। এখন কয়েকটি গাড়ি আটক করেছে। তারাও যে সবক'টি গাডি আটক করছে তা নিশ্চিতভাবে বলার



কয়েকটি থানা এলাকা অতিক্রম সুযোগ নেই।কারণ, রাজ্য পুলিশের করেছিল গাঁজা বোঝাই লরিটি। তারপরও কিভাবে লরিটি অন্য জায়গায় পুলিশের হাতে লাগেনি? সঠিকভাবে তল্লাশি না করতো তাহলে হয়তো খুব সহজেই অসমে পৌঁছে যেত ২০০ কেজি গাঁজা।

মত ভুল তাদেরও হতে পারে। তাই দাবি উঠছে, বহির্রাজ্যগামী গাড়িগুলি সঠিকভাবে তল্লাশি চালানো হোক। পাশাপাশি গাঁজা কারবারের রাঘববোয়ালদের জালে তোলার দাবি তোলা হচ্ছে। তবেই

### সব ক্ষেত্রে প্রতারণা করেছে সরকার : সুধন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির তেলিয়ামুড়া মহকুমার কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। প্রাক্তন বিধায়ক গৌরী দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুধন দাস। তিনি ভাষণ রাখতে গিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করেছেন। তার বক্তব্য, রাজ্যে গণতন্ত্র নেই। চাকরি নিয়ে বেকারদের সাথে প্রতারণা হয়েছে। রেগা ও টুয়েপের



মজরি পাচ্ছেন না শ্রমিকরা। নির্বাচনের আগে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল স্মাট ফোন দেবে, ঘরে ঘরে চাকরি দেবে। কিন্তু এখন আর এ সবের দেখা নেই। কর্মচারীদের সপ্তম পে-কমিশন অনুযায়ী বেতনভাতা প্রদান করার কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু কোন কিছুই কার্যকর হয়নি। সুধন দাসের কথা অনুযায়ী সবক্ষেত্রে বিপ্লব দেবের সরকার মানুষের সাথে প্রতারণা করেছে। তাই সব অংশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহান রেখেছেন তিনি। কনভেনশনে ৮ জন প্রতিনিধিও আলোচনা করেন। এদিন তেলিয়াম্ডায় নির্যাতিতা ১৩ বছরের স্কল ছাত্রীর সাথে দেখা করেন স্থন দাস। তিনি ওই পরিবারের সদস্যদের সাথেও কথা বলেন। পাশাপাশি অভিযুক্ত প্রাণেশ রুদ্রপালের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি

# ব্রাত্য সাংবাদিকর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ৭ জানুয়ারি।। ধলাই জেলাভিত্তিক অদৈত মল্লবর্মণের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ব্রাত্য রইলেন সাংবাদিকরা। এর আগেও কমলপুরে সরকারি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের ব্রাত্য রাখা হয়েছিল। নিন্দুকেরা বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবেই সাংবাদিকদের অনুষ্ঠান থেকে ব্রাত্য রাখা হয়। কারণ, সাংবাদিকরা যদি অনুষ্ঠানে যান তাহলে হয়তো ভুল-ত্রুটিগুলি সামনে চলে আসতে পারে। আর সেটা হলে আয়োজকদের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে। লাখোয়ারি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের ব্রাত্য রাখার ট্র্যাডিশন শুধুমাত্র কমলপুরেই দেখা যায়। অথচ অন্যান্য



হয়। দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ধলাই জেলার সভাধিপতি রবি ঘোষ।এছাড়াও আরও অনেক অতিথি উপস্থিত ছিলেন।সাংবাদিকদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না জানানোর বিষয়টি নিয়ে এখন দলীয়স্তরেও সমালোচনার ঝড় উঠেছে বলে খবর। কি কারণে সাংবাদিকদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্ৰণ জানানো হয়নি তা জানতে চাইছেন অনেকেই।

### ফের যান দুর্ঘটনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

**চড়িলাম, ৭ জানুয়ারি।।** রাজ্যে যান দুৰ্ঘটনা কোনোভাবেই কমছে না। প্রতিদিনই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যান দুর্ঘটনার খবর উঠে আসছে। শুক্রবার যান দুর্ঘটনায় আহত হল এক যবক। এদিন বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তৰ্গত ছেচডিমাই গ্ৰাম পঞ্চায়েত এলাকার জাতীয় সডকে বাইক ও স্কুটার সংঘর্ষে ঘটে এই দুর্ঘটনাটি। প্রত্যক্ষদর্শীরা টিআর০১৩এইচ৭৬০৭ নম্বরের স্কুটি দিয়ে নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় অন্য একটি বাইক এসে ধাকা মারে। বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যায় উদয়পুর ধ্বজনগর এলাকার সুপেন্দ্র দত্ত (২৫) নামে এক যুবক। এলাকাবাসী বিশ্রামগঞ্জ অগ্নি নির্বাপক দফতরে খবর দিলে তারা এসে আহত যুবককে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায়।

#### নেশায় ডুবে যুব সমাজ, সতর্ক এলাকাবাসী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ **জানুয়ারি।।** নেশার কবলে পড়ে ভবিষ্যতে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচেছ একাংশ উঠতি বয়সের যুবকরা। বিভিন্ন ধরনের গন্ধহীন নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে যুব সমাজ। চিন্তায় রয়েছে অভিভাবককুল। নেশা সামগ্রী-সহ এক অল্প বয়সি যুবককে আটক করলো গ্রামবাসী। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত ছেচড়িমাই গ্রামের চাটার্জী কলোনি জেবি স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। যাত্রীবাহী অটো গাড়িতে বসে শুক্রবার দুপুর বেলায় এক যুবক সিরিঞ্জ দিয়ে শরীরে ড্রাগস পুশ করছিল। চাটার্জী কলোনি জেবি স্কুল সংলগ্ন এলাকা রাবার বাগানে ঘেরা। একেবারে নীরব এবং নিস্তব্ধ। যার ফলে হামেশাই এই স্থানে ট্যাবলেট, ড্রাগস সেবনকারীদের আনাগোনা থাকে। গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ ড্রাগস ও



কৌটা সেবনকারীদের বাড়বাড়ন্তে। গ্রামের ছাত্র যুব সমাজকে কিভাবে ড্রাগস কোটা এবং সিরিঞ্জের হাত থেকে রক্ষা করা যায় তার জন্য গভীরভাবে চিন্তিত খোদ ছেচড়িমাই থামের প্রধান, পুলিশ-সহ অভিভাবক - অভিভাবিকাগণ। যেকোন মূল্যেই হোক নেশার হাত থেকে ছাত্র, যুব সমাজকে রক্ষা করতে হবে। তার জন্য গ্রামবাসীরা যথেষ্ট সজাগ ও সতর্ক রয়েছে। এদিন দুপুরবেলা যখন একই গ্রামের কামরাজ কলোনি এলাকার এক যুবক গাড়িতে বসে সিরিঞ্জ দিয়ে ড্রাগস পুশ করছিল তখন গ্রামের মানুষ তাকে আটক করে। সমস্ত কৌটা, সিরিঞ্জ এবং নেশাজাতীয় দ্রব্যগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় গ্রামবাসীরা। অল্পবয়সী ছিল ছেলেটি। তাই পুলিশের হাতে তুলে দেয়নি। পুলিশের হাতে তুলে দিলে এনডিপিএস অ্যাক্ট অনুযায়ী মামলা হয়ে যেত এবং ছেলেটির ভবিষ্যৎ নস্ট হয়ে যেত। তাই গ্রামবাসীরা বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাকে তার অভিভাবকদের হাতে তুলে দেয়। গ্রামবাসীরা বেশ চিন্তিত তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। প্রতিনিয়ত অল্প বয়সী ছেলেরা নেশা কারবারিদের পাতানো ফাঁদে পড়ে এভাবে জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে।

# খবরের জেরে হাসপাতালে ফিরলো বিক্রি হওয়া ফ্রিজ

বিলোনিয়া, ৭ জানুয়ারি।। খবরের জেরে রাতের অন্ধকারে বিলোনিয়া মহকমা হাসপাতালে ফিরিয়ে আনা হল বিক্রি হওয়া ফ্রিজ। যে ফ্রিজ বিধায়ক থাকাকালীন সময়ে বাসুদেব মজুমদার বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থ খরচ করে কিনেছিলেন। ফ্রিজটি দান করা হয়েছিল বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে। গত রবিবার ছুটির দিনে মহকুমা হাসপাতাল থেকে ওই ফ্রিজ-সহ প্রচুর পুরোনো সামগ্রী গাড়ি করে কে বা কারা নিয়ে গিয়েছিল। খোদ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জগদীশ নমঃ ঘটনাটি জানতেন না। তিনি এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের জানিয়েছিলেন। এমনকী ঘটনার তদন্তেরও কথা বলেছিলেন তিনি। এরই মধ্যে অন্যান্য সামগ্রীর সাথে নিয়ে যাওয়া বিধায়কের দান করা ফ্রিজটি রাতের অন্ধকারে পুনরায় হাসপাতালে ফিরিয়ে আনা আরও বেশি প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। খোদ মহক্মা স্বাস্থ্য আধিকারিক বিমল

থাকলেও তার উপর সাদা কাগজের প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়। এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এ বিষয়ে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিককে প্রশ্ন

করা হলে তার দাবি, যারা ফ্রিজ নিয়ে গিয়েছিলেন তারাই হয়তো কাগজ লাগিয়েছেন। এদিকে, হাসপাতাল সূত্রে খবর গত দেড় মাস ধরে ব্যাটারি

কলই জানিয়েছেন তার নির্দেশেই ফ্রিজটি হাসপাতালে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, ফ্রিজটিতে বিধায়কের নাম লেখা বেসরকারি একটা অংশের

বন্ধ হয়ে আছে। যার ফলে প্রতিদিন রোগীরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য কর্তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। অনেকেরই অভিযোগ, ল্যাবগুলিকে রোজগারের সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই এক্সরে মেশিন পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে কমিশন হাসপাতালের একাংশের পকেটে চলে আসছে। মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের ভূমিকা সব ক্ষেত্রেই প্রশ্নের মুখে। অনেকেই অভিযোগ করছেন তিনি দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আগে থেকেই অভিযোগ উঠছে হাসপাতাল থেকে রোগীদের ওষুধ প্রদান করা হয় না। ডাক্তারদের পরিচালনা নিয়েও অনেক অভিযোগ আছে। স্বাস্থ্য দফতরের মত জায়গায় এই ধরনের কাজকর্ম চলায় ঊধর্বতন কর্ত পক্ষের দষ্টি আকর্ষণ করেছেন সাধারণ জনগণ।

মধ্যে বাউন্ডারি নির্মাণ হয়। সঙ্গে

সঙ্গে স্কুলটিতে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের

মিড-ডে-মিল খাবারের জন্য একটি

ডাইনিং হল নির্মাণ হয় তার দাবিও

### সমালোচনার ঝড়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

**ধর্মনগর, ৭ জানুয়ারি।।** সংস্কৃতির শহর বলে পরিচিত ধর্মনগর মহক মাকে সৌন্দর্যায় নে সাজানোর জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই মহকুমার কালীবাড়ি দিঘির পাড়টিকে সুসজ্জিত করে গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু একাংশ কাণ্ডজ্ঞানহীন নাগরিকের জন্য তাতে কলঙ্কের দাগ লেগেছে। কালীবাড়ি দিঘির পাড়ে জনৈক এক ব্যক্তির প্রাকৃতিক কাজের দৃশ্য ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে ধর্মনগরবাসীদের মধ্যে। এমনকি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল দৃশ্যটিতে প্রাকৃতিক কাজ সেরে এক ব্যক্তিকে গাড়িতে করে যেতে দেখা যায়, সেই গাড়িটি নাকি পুলিশের বলে অনেকের অভিমত এবং গাড়িতে থাকা লোকজনরাও নাকি পলিশের লোক। তাই জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চার হচ্ছে। ভাইরাল হওয়া দৃশ্যতে যে ব্যক্তি রয়েছে তাকে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এমনই দাবি জনসাধারণের। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের কালী দিঘির পুরনো ঐতিহ্য রয়েছে। কালীবাড়ি এবং কালী দিঘির জন্য ধর্মনগরবাসীদের মধ্যে একটা আবেগ রয়েছে। তাছাড়া কালী দিঘিকে মন্দিরের একটি অংশও বলা যেতে পারে। রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষের প্রচেষ্টায় কালী দিঘিকে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হয়। দিঘির মধ্যে বিশাল আকারের দেবাদিদেব মহাদেবের মূর্তিও স্থাপন করা হয়। কয়েক মাস পূর্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এই নবরূপে কালী দিঘির উদ্বোধন হয়। আর এই পূন্য স্থানে প্রাকৃতিক কাজের ঘটনায় ছি ছি রব উঠেছে। উপস্থিত কিছু যুবকরা সাথে সাথেই জনৈক ব্যক্তিটিকে বাধাও দেয়। শহরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন ধর্মনগর পুর পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্তরা। তার উপর এই জঘন্য ঘটনা স্বভাবিকভাবেই ধর্মনগরের মানুষের মনে আঘাত লেগেছে।

#### চলে যায় রেল দেখতে। যেকোনো ইনচার্জ চন্দন কুমার নাথ এই দাবি সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে তুলেছেন। অতি দ্রুত যাতে স্কুলের

পারে। বিগত ২৫ বছর যাবৎ স্কুলের

বাউভারির জন্য দাবি করে

এসেছিলেন এলাকাবাসী। কিন্তু

বাউভারি হয়নি। এমনটাই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ জানুয়ারি।। বিভিন্ন সমস্যায় ধুঁকছে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার বিদ্যালয়গুলি। শিক্ষক স্বল্পতার সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছে বিদ্যালয়গুলিতে। এছাড়া আনুষঙ্গিক আরও সমস্যা তো রয়েছেই। এবার স্কুলের মধ্যে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের দাবি উঠল। ঘটনা চড়িলাম আরডি ব্লকের অন্তর্গত ছেচড়িমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুয়াছড়ি সিনিয়র বেসিক স্কুলে। স্কুলের মধ্যে প্রথম শ্রেণি থেকে অন্তম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে ৭৪ জন। শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে ৬ জন। স্কুলের শোণেকিক্ষ ঘেঁষে চলা গিয়েছে রাস্তা। যে রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত যানবাহন চলাচল করে এবং স্কুলের শ্রেণি কক্ষের কাছাকাছি দিয়ে গিয়েছে রেললাইন। যখন রেল আসে তখন কচিকাঁচা

জানিয়েছেন স্কুলের এসএমসি কমিটি। স্কুলটিতে যাতে অতি দ্রুত

তুলেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। কারণ কচিকাঁচা ছাত্র-ছাত্রীদের ঝড়-বৃষ্টি বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করে দেওয়া তৃফান এবং প্রখর রোদের মধ্যে হয় তার জন্য স্কুলের এসএমসি বারান্দায় বসে আবার কখনো থালা হাতে নিয়ে মিড ডে মিলের খাবার কমিটি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, অভিভাবক-অভিভাবিকা-সহ গ্রামবাসী এবং খেতে হয়। এখন দেখার, কবে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ স্কুলের নাগাদ তাদের দাবি পূরণ হয়।

### কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা দৌড়ে নবানবরণে কলেজের স্বাথে TAIRE TO TO TO THE TOTAL T

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ জানুয়ারি।। প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে এলাকার বিধায়ককে

মনোযোগী হওয়ার কথা বলেছেন তেলিয়ামুড়া মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড.



কাছে পেয়ে কলেজ অধ্যক্ষ বেশকিছু দাবি তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি নিজের সহকর্মীদের উদ্দেশেও তিনি কিছু পরামর্শ দেন। ছাত্রছাত্রীদেরও লেখাপড়ায়

সরকারি মনোরঞ্জন দাস।



তেলিয়ামডা সরকারি মহাবিদ্যালয়ে আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নবীনদের বরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এলাকার বিধায়ক তথা বিধানসভার মুখ্য সচেতক

কল্যাণী রায়। তিনি ভাষণ রাখতে গিয়ে পড়ুয়াদের উদ্দেশে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। নবীনদের বলেন, তিনটি বছরকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে সমাজে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে পারলেই সার্বিক অনুষ্ঠানের স্বার্থকতা আসবে। অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ভাষণ রাখতে গিয়ে বিধায়কের উদ্দেশে বলেন, কলেজের খেলার মাঠ, বাউভারি ওয়াল এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হোক। এর জন্য তিনি বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে সাহায্য করার জন্য উদ্বোধকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল উপজাতি গান ও নৃত্য। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।

# যুব মোর্চার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি কদমতলা, ৭ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রীর কনভয় আটকে দেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে কদমতলায় যুব মোর্চার উদ্যোগে মশাল মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিলটি শুরু হয় কদমতলা মন্ডল অফিস থেকে। বাজার এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে নটরাজ মুক্তমঞ্চের সামনে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর কুশপত্তলিকা দাহ করে বিজেপি নেতা-কর্মীরা। বিক্ষোভ কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন মন্ডল সভাপতি রাজা ধর, অমিতাভ নাথ, সূব্রত দেব প্রমুখ। সারা রাজ্যেই গত দু'দিন ধরে বিজেপি'র উদ্যোগে সেই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে। কদমতলার কর্মসূচি থেকে পাঞ্জাব সরকারের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয় নেতৃত্ব।

#### WALK-IN INTERVIEW

Applications from eligible candidates are invited to attend a Walk-Interview for 1 (one) post of Young Professional (YP-1) under the AICRP on FMD project in the Department of Animal Resources Development, Tripura to be held on 13.01.2022 at 11:00 AM at Conference Hall, State DI Laboratory, Abhoynagar. Essential Desirable

eligibility criteria	qualification	Emoluments			
Graduate in B.V.Sc & A.H	i) Possessing M.V.Sc in Vety. Microbiology/ Vety.Pathology/ Vety. Medicine with working experience, ii) Preference will be given for M.V.Sc in Virology, iii) Proficiency in computer	ts. 300/- olidated			
<b>Terms and Conditions: (1)</b> Minimum age limit is 21 years. Relaxation for women, SC, ST & OBC candidates as per Govt. norms. <b>(2)</b> No TA/DA and official accommodation will be provided for appearing in the interview.					

(3) The offer is purely contractual, initially for one year and is extendable subject to annual review and is co-terminus with the completion of the project with no provision of regular appointment. (4) No Earned Leave/ Medical Leave is admissible. (5) If the candidate does not perform duties of the project as desired by the authority/ Principal Investigator (PI), the undersigned has the right to terminate the candidate without any explanation. (6) The candidate should bring all the relevant certificate, mark sheet, experience certificate, publications etc. in original for verification. (7) Candidate should also bring an application with full biodata addressed to the Director, ARDD, Tripura with photocopies of certificates, mark sheets from HSLC onwards (self attested/attested) A recent passport size photograph should also be affixed on the top of the application. (8) The Director, ARDD, Tripura reserves the right to cancel/ postpone/ reject the interview without any reason thereof Note: The application format (attached herewith) is available in

the department website www.ardd.tripura.gov.in

ICA-D-1607-22

Sd/- D. K. Chakma Animal Resources Development Department

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 26/EE/KLSD/2021-22 dated 06.01.2022 The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State Public Sector undertaking / enterprise and eligible Bidders / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 25-01-2022 for the following work:

SI. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	<b>EARNEST MONEY</b>	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWN- LOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER	
1.	Mtc of road from old fire service to Crematorium during the year 2021-22/SH: Protection works, widending, brick soling. metalling, Re-carpeting, seal coating etc. <b>DNIT No. 66/EE/KLSD/2021-22</b>	Rs. 9,59,259.00	Rs. 9,593.00	60 (Sixty) days	up to 15.00 Hrs on <b>25.01.2022</b>	At 16.00 Hrs on <b>25.01.2022</b>	https:// :ripuratenders.gov.in	Appropriate Class	

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in

Sd/- Illegible **Executive Engineer** Kailashahar, Division, PWD(R&B) Kailashahar, Unakoti District, Tripura

ICA-C-3272-22

#### সম্পাদক মরণ ওরাং, সহ-সম্পাদক সুখরঞ্জন ওরাং এবং সমীর ওরাং। জায়গায় যেকোনো ধরনের অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো বার্ষিক সম্মেলনে আলোচনা করতে গিয়ে তারা বলেন, সংগঠনটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। ওরাং জনজাতির নিয়ন-নীতি এবং সংস্কৃতি বিভিন্ন দিক থেকে পিছিয়ে আছে। সম্মেলন থেকে দাবি জানানো হয়েছে তাদের বার্ষিক পুজোর দিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হোক। রাজ্য সরকার

কল লেটারে জানানো হবে। \* কোস্ট গার্ডে **জিডি, নাবিক,** 

### এক নজরে

#### চাকরির খবর

\* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান** (কেন্দ্রীয় গবেষণা), শূন্যপদঃ ৬৪১টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক

বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১০ জানুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলায়, ২৫ জানুয়ারি থেকে

0--0--0--0--0

\* পদের নাম ঃ **এনডিএ-ওয়ান** (ইউপিএসসি),

শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, এবারের পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য,

বয়সঃ অনুধর্ব সাড়ে ১৯ বছর, অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি জুলাইয়ে লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা।

0--0--0--0 \* পদের নাম ঃ ডিফেন্স সার্ভিস (ইউপিএসসি)

শুন্যপদ ঃ ৩৪১টি, যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজ্বয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়সঃ ২০ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি,

লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ১০ এপ্রিল। 0--0--0--0--0

\* পদের নাম ঃ **স্টাফ নার্স**, ফার্মাসিস্ট, এমও (বহিঃরাজ্য) শুন্যপদ ঃ ১১৯টি,

যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জানুয়ারি,

বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 \* পদের নাম ঃ জিডি, নাবিক, যান্ত্ৰিক (কোস্ট গাৰ্ড)

শুন্যপদ ঃ ৩২২টি, যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়সঃ ১৮-২২ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জানুয়ারি, বাছাইকতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 \* পদের নাম ঃ **এল. ডি.** অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট (সচিবালয়),

টিপিএসসি'র মাধ্যমে, শুন্যপদঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ছাড রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, রাজ্যের ৬টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে।

0--0--0--0 \* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট** ট্রেনি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (মিধানি)

শুন্যপদ ঃ ৬১টি, যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে

0--0--0--0 \* পদের নাম ঃ **টাইপিস্ট**, অনুবাদক, অফিসার (ডিফেন্স)

শূন্যপদ ঃ ৯৭টি, যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 \* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিফিক** 

অ্যাসিস্ট্যান্ট (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক) শৃন্যপদঃ ৮১টি,

যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,

#### বয়সঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

১৭ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো

0--0--0--0 \* পদের নাম ঃ **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার,** অফিসার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)

শূন্যপদ ঃ ৬৯টি, যোগ্যতাঃ ডিগ্রি, সিএ পাশ, বয়সঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জানুয়ারি, বাছাইকতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো

হবে। 0--0--0--0

\* পদের নাম ঃ এমটিএস, মেকানিক, ড্রাইভার (বিআরও) শূন্যপদ ঃ ৩৫৪টি, যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,

বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ১৮ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0

\* পদের নাম ঃ **এম.ও.** (বহিঃরাজ্য)

শূন্যপদ ঃ ৭০৮টি, যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো

0--0--0--0

\* পদের নাম ঃ **সুপারভাইজর** (আইসিডিএস, ত্রিপুরা), টিপিএসসি'র মাধ্যমে, শন্যপদ ঃ ৩৬টি. শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা বয়সঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫

বছরের ছাড রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি, রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো

0--0--0--0

# আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে অফিসার পদে চাকরি

দপ্তরে অফিসার, ইন্সপেক্টর, অডিটর ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ সম্ভাব্য ৩ হাজার, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ঃ ২৩ জানুয়ারি। এপ্রিলে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলা। এককথায়, যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারেন। শর্তসাপেক্ষে ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। স্টাফ সিলেকশন কমিশনের কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের দপ্তরগুলিতে কয়েক হাজার কর্মী নিয়োগ করা হবে। কেবলমাত্র ভারতীয় তরুন-তরুনীরাই আবেদন করতে পারবেন। পরীক্ষা হবে তিনটি ধাপে। টায়ার-১-ও টায়ার-২তে থাকবে অবজেক্টিভ ম্যাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্নপত্র, পরীক্ষা অনলাইনে। টায়ার-৩-এর ক্ষেত্রে পদ অনুযায়ী পার্সোনালিটি টেস্ট / ইন্টারভিউ। কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রফিশিয়েন্সি বা স্কিল টেস্টও নেওয়া হবে। প্রথম ধাপের পরীক্ষা নেওয়া হবে এপ্রিলে। এতে সফল হলে পরবর্তী সময়ে মেন পরীক্ষায় বসতে হবে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। শেষ তারিখ ২৩ জানয়ারি। অনলাইনে করতে হলে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। অনলাইনে দরখাস্তের নিয়মকানুন সাইটেই বুঝে নিতে পারবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি দিতে হবে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। ফি দেবেন অনলাইনে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহুর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ/ টেলিগ্রাম ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো'

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটসঅ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বরে। সব ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১-১-২০২২ তারিখ অনুযায়ী ইনস্পেক্টর অফ ইনকাম ট্যাক্স/ সেন্ট্রাল এক্সাইজ/ প্রিভেনটিভ অফিসার/ এগজামিনার/ ইনস্পেক্টর অফ পোস্টস / অ্যাসিঃ এনফোর্সমেন্ট অফিসার/ ইনস্পেক্টর (সিবিএন), ডিভিশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট/ অডিটর/ ইউডিসি/ ট্যাক্স অ্যাসিঃ এবং জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/ অ্যাউন্ট্যান্ট/ কম্পাইলার/ সাব-ইনম্পেক্টর (সিবিএন) পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৭ বছর। অ্যাসিস্ট্যান্ট, সাব-ইনস্পেক্টর (সিবিআই) পদের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৩০ বছর। এছাড়া স্ট্যাটিস্টিকাল ইনভেস্টিগেটর গ্রেড-।। পদের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ২৬ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছর ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধী ওবিসি হলে ১৩ এবং তফশিলি হলে ১৫ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। এছাড়া গ্রুপ-সি পদের জন্য বিধবা/ বিবাহবিচ্ছিন্ন/ ডিভোর্সী মহিলারাও নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে কম্পাইলার পদের ক্ষেত্রে কম্পালসরি বা ইলেক্টিভ বিষয় হিসেবে ইকনোমিক্স/ স্ট্যাটিস্টিক্স/ ম্যাথমেটিক্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট। স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনভেস্টিগেটর পদের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট অথবা অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে ম্যাথমেট্স্পি/ ইকনোমিক্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট অথবা কমার্স ডিগ্রি। এক্ষেত্রে গ্র্যাজুয়েশনে অন্তত ১টি বছরে স্ট্যাটিস্টিক্স গড়ে থাকতে হবে। শর্তসাপেক্ষে ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস) পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের দক্ষতা থাকা চাই। ট্যাক্স অ্যাসিঃ পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ঘন্টায় ৮০০০ কম্পিউটার কি ডিপ্রেশনের গতি থাকা চাই। কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে শারীরিক মাপজোকের

# আগরতলায় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ৩৪১ চাকরি

পরীক্ষার মাধ্যমে **ডিফেন্স সার্ভিস**-এ নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শুন্যপদ ঃ ৩৪১টি, যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কডাকডি নেই, বয়সঃ ২০ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্র অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ১০ এপ্রিল। মোট কথা, প্রয়োজনীয় টেনিং দিয়ে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চে চাকরির জন্য তরুণী নেওয়া হবে। শন্যপদের সংখ্যা আর্মি বা সেনাবাহিনীতে ১০০, নৌবাহিনীতে ২২, বিমানবাহিনীতে ৩২. অফিসার্স

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, জন্য একটি লিখিত পরীক্ষা **আগরতলা।।** ইউপিএসসি (কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিস এগজামিনেশন (ওয়ান),২০২২) নেবেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পরীক্ষা নেওয়া হবে ১০ এপ্রিল, ২০২২ ইং তারিখে।

দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১১ জানুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ नियमानुयायी ছाড तर्याट्ह), ১১ जानुयाति, সन्ना ७ वर्षे । দরখাস্ত করার আগে নিজের একটি স্থায়ী ইমেল আইডি তৈরি রাখবেন, নামের বানান ও অন্যান্য তথ্যের দিক থেকে পুরণ নিখুঁত করার জন্য প্রাসঙ্গি ক কাগজপত্ৰও হাতে কাছে নিয়ে বসবেন। দরখাস্তের নির্ধারিত ফি দিতে পারবেন চালান ডাডনলোড করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বা স্টেট ব্যাঙ্কের কোনও অ্যাসেশিয়েট ব্যাঙ্কের শাখায় নগদে। অনলাইনেও স্টেট ব্যাঙ্কে টাকা দিতে পারেন. ট্রেণিং একাডেমিতে পুরুষ - ১৭০ অথবা ভিসা/ মাস্টার ডেবিট / ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইন্টারনেট

ব্যাঙ্কিংয়ে দেওয়া যায়। বিস্তারিত নির্দেশ সাইটে পাবেন। তফশিলি প্রার্থী বা মহিলাদের পরীক্ষা ফি দিতে হবে না। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। দরখাস্ত করা হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর যত্ন করে টুকে রাখবেন, পরবতী সময়ে কাজে লাগবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা জমা পডেছে বলে সমর্থিত হবে তবেই দরখাস্ত পাকাপাকিভাবে গ্রাহ্য হবে। তখন রেজিস্টার্ড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে রাখবেন। যাঁদের দরখাস্তের কনফার্মের দেখা যাবে না তাঁদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে দরখাস্তের শেষ তারিখের ২ সপ্তাহের মধ্যে এবং তাদের হমেলে ব্যাক্তিগত ভাবেও জানিয়ে বলা হবে টাকা জমার প্রমাণ ১০ দিনের মধ্যে দাখিল করতে। দরখাস্তের সঙ্গে কোনও প্রমাণপত্রাদি দাখিল করতে হবে না সাক্ষাৎকারের সময় ওসব লাগবে। এই পরীক্ষার সিলেবাস ও

আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয়ের জন্য এবং লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে ানতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাডি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহুর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের

এরপর দুইয়ের পাতায়

### সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো,

\* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ গ্রহণ করে নিন, মুহুর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে।

\* কেন্দ্রীয় গবেষণা দপ্তরে

**টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৪১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১০ জানুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলায়, ২৫ জানুয়ারি থেকে শুরু। \* ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে **এনডিএ-ওয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, এবারের পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য, বয়সঃ অনুধর্ব সাড়ে ১৯ বছর, অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি, জুলাইয়ে লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা।

\* ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে **ডিফেন্স সার্ভিস-এ** নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৪১টি, যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ১০

\* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে **স্টাফ নার্স, ফার্মাসিস্ট, এমও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া ২চ্ছে। শুন্যপণ ১ ১১৯টি, যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড়

রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ১৩ জানুয়ারি, বাছাইকতদের

লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ

এপ্রিল।

যান্ত্রিক পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শন্যপদ ঃ ৩২২টি, যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়সঃ ১৮-২২ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। \* রাজ্য সরকারের সচিবালয়ে **এল.** ডি. অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে, বয়সঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে

লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে। \* কর্পোরেট সেক্টর মিধানি-তে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬১টি, যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। \* ডিফেন্সে **টাইপিস্ট, অনুবাদক,** অফিসার পদে নিয়োগের জন্য

দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৫

জানুয়ারি, রাজ্যের ৬টি শহরে

ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৭টি, যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। \* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮১টি, যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের

ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল \* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৯টি, যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, সিএ পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জানুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও

তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। \* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বিআরও-তে **এমটিএস, মেকানিক, ড্রাইভার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫৪টি, যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ

১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ১৮ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। \* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে **এম.ও.** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭০৮টি, যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস

পাশ, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। \* ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে সুপারভাইজর পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে

দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২০

জানুয়ারি, রাজ্যের ৫টি শহরে

লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে

জানানো হবে।

# অনলাইনে দরখাস্ত পাঠিয়ে মাধ্যমিক পাশদের উপকূল রক্ষী বাহিনীতে চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, বাহিনীতে ১৩-তম এন্ট্রি - আবেদন করার শেষ তারিখ ১৪ গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার **আগরতলা।।**উচ্চশিক্ষিত নয়, এমন বেকারদের জন্য ইন্ডিয়ান কোস্টাল গার্ড অর্থাৎ ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীতে চাকরির সুযোগ রয়েছে। যোগ্যতা কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ। এককথায় বলা যায়, কোস্ট গার্ডে নাবিক, যান্ত্রিক পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শুন্যপদঃ ৩২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ২২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জানুয়ারি, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

বিস্তারিত খবর হলো, ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীতে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণরা ১-০৮-২০২২-এর হিসেবে ১৮ বছর থেকে ২২ বছর-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। ওবিসি-দের জন্য ৩ বছর এবং এসসি, এসটি-দের ক্ষেত্রে ৫ বছরের যথারীতি শিথিলতা রয়েছে। বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - অন্তত পক্ষে মাধ্যমিক পাশ। ৫০ শতাংশ নম্বর পেলে অগ্রাধিকার পাবেন। নিয়োগ হবে ভারতীয় উপকৃল রক্ষী

এবং মহিলা - ১৭। প্রার্থিবাছাইয়ের

প্রার্থীবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও মেডিক্যাল টেস্টের ভিত্তিতে। ১ ঘন্টার লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৭ মি নিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, ২০টি ওঠ-বস এবং ১০টি পুস আপ। সবশেষে হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র শিলং অথবা কলকাতায়। পরীক্ষা নেওয়া হবে মার্চ মাসে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১৫ দিন আগে, নিজের দরখাজের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধ তিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢ়কে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না। পূর্ব ভারত সহ অন্যান্য পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম ও কোড নম্বর জানতে পারেন এঁদের

দরখাক্ত কর বেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৪ জানুয়ারি বিকেল ৫টার মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে

০২/২০২২ ব্যাচে। টেনিং শুরু হবে জানু য়ারি। অফ লাই নে অর্থাৎ পাসপোর্ট দিয়ে আপনার দরখাস্ত ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের হবে ১-১০-২০০০ থেকে ৩০-৯-২০২২ সালের অক্টোবর মাস থেকে। ডাক যোগে দরখাস্ত পাঠানোর পদ্ধ তি এখন থেকে বাতিল করা হয়েছে। কেবলমাত্র অনলাইনেই দরখাস্ত পাঠাতে হবে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, পরবতী সময়ে তা পূর্ণ করতে পারবেন। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর কাজ সম্পন্ন হলে, আপনার ইমেল ঠিকানা ও মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবতী সময়ে

কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে

খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাক্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি ইন্টারভিউর ধরণ, বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহুর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' মেস্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্ধাথ বাডি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই

আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ/

টেলিগ্রাম নম্বর রেজিস্ট্রেশন

করিয়ে নিন, মুহুর্তের মধ্যে রাজ্য

এবং দেশের সমস্ত চাকরির

খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে টেলিগ্রাম নম্বরে। শূন্যপদগুলো হলো প্রয়োজনে ই-মেইল

(জেনারেল ডিউটি)ঃ শূন্যপদ ২৬০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১১২টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ২৮টি, ওবিসি'র জন্য ৭২টি, এসটি'র জন্য ১১টি এবং এসসি'র জন্য ৩৭টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বোর্ড বা পর্ষদ থেকে ম্যাথ ও ফিজিক্স সহ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। বয়স - ১৮ থেকে ২২-এর মধ্যে, অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ১-৮-২০০০ থেকে ৩১-৭-২০০৪ এর মধ্যে। মূল মাইনে - পে লেভেল-৩ অনুযায়ী প্রতি মাসে বেসিক পে ২১,৭০০টাকা, সঙ্গে অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে। ক্রমিক নং (২) নাবিক

(ডোমেস্টিক ব্রাঞ্চ )ঃ শুন্যপদ ৩৫টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১২টি, ইডরুওিএস-এর জন্য ২টি, ওবিসি'র জন্য ৯টি, এসটি'র জন্য ৭টি এবং এসসি'র জন্য ৫টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বোর্ড বা পর্ষদ থেকে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। বয়স - ১৮ থেকে ২২-

২০০৪ এর মধ্যে। মূল মাইনে -পে লেভেল-৩ অনুযায়ী প্ৰতি যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ/ মাসে বেসিক পে ২১,৭০০টাকা, সঙ্গে অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে। ক্রমিক নং (৩) যান্ত্রিক

 ক্রমিক নং (১) নাবিক (মেকানিক্যাল)ঃ শূন্যপদ ১৩টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪টি, ইডরুওিএস-এর জান্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ৬টি এবং এসসি'র জন্য ০টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। যান্ত্রিক (ইলেট্রিক্যাল)ঃ শূন্যপদ ৯টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬টি, ইডরুওিএস-এর জান্য ০টি, ওবিসি'র জন্য ২টি এবং এসসি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। যান্ত্ৰিক (ইলেকট্ৰনিক্স)ঃ শূন্যপদ ৫টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৫টি, ওবিসি'র জন্য ১টি এবং এসসি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বোর্ড বা পর্ষদ থেকে মাধ্যমিক পাশের পর নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ হতে হবে। বয়স - ১৮ থেকে ২২-এর মধ্যে, অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ১-৮-২০০০ থেকে ৩১-৭-২০০৪ এর মধ্যে। মূল মাইনে - পে লেভেল-৫ অনুযায়ী প্রতি মাসে বেসিক পে ২৯,২০০টাকা, সঙ্গে

অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে।



# দেবজ্যোতি-র দাপটে স্পিয়ন এনএসআরসিসি



ছুটিয়েছে। কিন্তু মোক্ষম সময়ে

চৌধুরী ১ রানে বিদায় নিলেও অপর ওপেনার শঙ্খনীল সেনগুপ্ত চাম্পামুড়ার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক শতরানকারী বেদব্রত ভট্টাচার্য এদিন স্টেডিয়ামে ইনিংস খেললো। এছাড়া ১৯ রান করে সুরজিৎ দেববর্মা। চাস্পামুড়ার হয়ে বিশাল শীল ৩টি আগের ম্যাচগুলিতে চাম্পামুড়ার ব্যাটিং-এ যে গভীরতা দেখা গিয়েছিল তাতে এই রান করাটা তাদের পক্ষে খুব কঠিন ছিল না। এনএসআর সিসি-র বোলাররাও এদিন ছেড়ে কথা বলেনি। চাম্পামুড়ার

●এরপর দুইয়ের পাতায়

#### খেলার মাঠকে রক্ষার আর্জি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ঃ উমাকান্ত স্কুলের সামনের মাঠে বিকাল হলেই একাধিক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। পূর্ব দিকের অংশে হ্যান্ডবল এবং ভলিবল কোর্ট ছাড়াও একটি উন্মুক্ত জিম রয়েছে। সম্প্রতি এখানে প্রদর্শনীর জন্য স্টল নির্মাণ শুরু হয়েছে। স্বভাবতই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রশিক্ষণ শিবিরের কোর্টগুলি। হ্যান্ডবল বা ভলিবল কোর্টগুলি এখনও কোনভাবে টিকে আছে। তবে মানুষের নিত্য আনাগোনার ফলে কোর্টগুলি তার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলছে বলে অভিযোগ করেছে ক্রীড়াপ্রেমীরা। শহরে খেলাধুলার জন্য মাঠ এমনিতেই সীমিত। উমাকান্ত স্কুলের সামনের বিশাল অংশে একাধিক প্রশিক্ষণ শিবির চলে বছরভর। অথচ দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, সমস্ত ধরনের আঘাত সহ্য করতে হয় এই মাঠকে। পূর্বদিকে কয়েক মাস আগে চালু হয়েছে একটি উন্মুক্ত জিম। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত হাজার হাজার মান্য এখানে শরীর চর্চা করতে আসে।এটাই ছিল মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-র স্বপ্ন। কিন্তু তার স্বপ্নও এখন মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। জিম-এ যাওয়ার রাস্তায় এখন

স্টল নির্মাণের ফলে বন্ধ হয়ে গেছে।

ঠেলতে ঠেলতে নাকি জলে

তাদের ব্যাট থেকে রান হারিয়ে গেলো। এনএসআরসিসি-র ২০ রান করে। আগের ম্যাচে বোলারদের দূরস্ত বোলিং-র সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে গেলো চাম্পামুড়ার ব্যাটসম্যানরা। এদিন ৩৭ বলে ৪৫ রানের একটি ঝড়ো এমবিবি এনএসআরসিসি-র ব্যাটিংও খুব দেবজ্যোতি পাল করে ২২ রান। একটা ভালো হয়নি। বলা যায়, দুই দলের বোলাররাই এদিন এমবিবি-র ২২ গজে দাপট দেখালো। তবে এবং অতনু রায় ২টি উইকেট নেয়। ম্যাচের আগে ফেভারিট ছিল চাম্পামুড়া। যদিও তার মর্যাদা দেখাতে পারলো না তারা। আসল সময়েই দলের ক্রিকেটাররা ফ্লপ করলো। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এনএসআরসিসি ৩৫.৫ ওভারে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে ১৩৫ রান করে। ওপেনার মহম্মদ মহিম

তাই টিসিএ-তে আসার জন্য সবাই

ঝাঁপিয়ে পড়ে। বর্তমান আমলেও

তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। নতুন

সরকার ক্ষমতায় আসার পর অন্তত

চার থেকে পাঁচজন সচিব হওয়ার

দাবিদার ছিলেন। এতেই স্পষ্ট যে,

সবাই এখন ক্রিকেটের উন্নয়নেই

নিজেদের নিয়োজিত করতে চায়।

ক্রিকেটপ্রেমীদের বক্তব্য হলো,

উন্নয়নটা আসলে ক্রিকেটের না

উচ্চাকাখ্বীদের সেটাই স্পন্ত নয়।

করোনা পরিস্থিতিতে যেখানে

সর্বাথে প্রয়োজন ছিল

ক্রিকেটারদের মাঠে নামানো,

ঘরোয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতাগুলি

ঠিকভাবে সম্পন্ন করা সেখানে

শিবির নামক প্রদর্শনীতে মেতে

উঠেছে টিসিএ। বিষয়টা কি

রহস্যময় নয়? কারণ প্রতিটি

শিবিরের পেছনে বড় অঙ্কের অর্থ

ব্যয় হওয়ার কথা। অর্থ আছে বলেই

এভাবে খোলামকুচির মতো খরচ

করা কোন পেশাদার সংস্থার পক্ষে

কাম্য নয়। কিন্তু ঘটনা হলো,

বর্তমানে তাই ঘটে চলছে। রঞ্জি

এবং সিকে নাইডু ট্রফি স্থগিত করা

হয়েছে। এখনও কি শিবির নিয়েই

মেতে থাকবে টিসিএ। বিষয়টা

রহস্যময়। তাই উত্রটাও

২২ গজে ক্লাব ক্রিকেট

এককথায় দেওয়া মুশকিল।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ঃ দেবজ্যোতি পালের দুর্দান্ত অলরাউভ পারফরম্যান্সের সৌজন্যে সদর অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটে এনএসআরসিসি। প্রাথমিক পর্ব থেকে শুরু করে সুপার সিক্স পর্যন্ত অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ছুটছিল চাম্পামুড়া। একদিন আগেই সুপার সিক্স-র ম্যাচে হারিয়ে দেয় এনএসআরসিসি। সেই চাম্পামুড়া ফাইনালে এসে বিধ্বস্ত হলো এনএসআরসিসি-র কাছেই। যে ব্যাটিং শক্তির উপর নির্ভর করে ফাইনাল পর্যস্ত পৌছেছে সেই

#### ব্যাটিং-ই এদিন চাম্পামুড়াকে ডুবিয়ে দিলো। সাগর সূত্রধর, বিশাল শীল, অর্কজিৎ সাহা-রা আগের ফরোয়ার্ড ক্লাবের সম্পদ হবে। ম্যাচগুলিতে শতরানের ফোয়ারা

এমন ঘটনাও অনেক হয়েছে। বলা যায়, ২০২১-২২ মরশুমে টিসিএ যতগুলি শিবির পরিচালনা করেছে সেটা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। টিসিএ আসলে একটা সোনার খনি। বিসিসিআই-র কল্যাণে টিসিএ-র আর্থিক ভান্ডার ক্রমশঃ স্ফীত হয়েছে। পূৰ্বতন বাম আমল থেকেই

#### আজ হেমেন্দ্র স্মতি ভলিবল

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ঃ আগামীকাল উমাকান্ত ভলিবল কোর্টে হেমেন্দ্র সেন স্মৃতি একদিনের ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আসরের উদ্যোক্তা ইউনাইটেড ফ্রেণ্ডস ক্লাব। সদ্য মধুসূদন স্মৃতি ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন বিএসএফ ছাডাও মানি কিক, খুমুলুঙ প্লে সেন্টার এবং এমবিবি কলেজ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। আগামীকাল সকাল ১০টায় শুরু হবে এই নক্আউট প্রতিযোগিতা। ইউনাইটেড ফ্রেণ্ডস ক্লাবের তরফে সমস্ত ভলিবলপ্রেমীদের প্রতিযোগিতার আনন্দ নেওয়ার

আগেই কেন শিবিরের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হলো। শুধু তাই নয়, কোন একটি শিবির চললো দুই সপ্তাহ। এরপর নির্বাচিত ক্রিকেটাররা বাইরে খেলতে চলে গিয়েছে। তখন সাত-আটজন ক্রিকেটারকে নিয়ে ফের বিশেষ ফিটনেস ক্যাম্প শুরু করা হয়েছে। জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। টিসিএ-র ক্যাম্প ক্যাম্প খেলা শেষ

#### দুদান্ত রক্ষণ মুম্বইয়ের থেকে

পয়েন্ট কাড়ল ইস্টবেঙ্গল

পানাজি, ৭ জানুয়ারি।। দুরন্ত লাল

হলুদে রক্ষণ। শুক্রবার তিলক প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, নিয়ে কোন মহলেই কোন উদ্যোগ ময়দানে গোলশূন্যভাবে শেষ হল আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ঃ আপাতত ইস্টবেঙ্গল-মুম্বই সিটি ম্যাচ। ১০ টিসিএ-র কোন মাঠে কোন ক্রিকেট ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের নেই।সদর অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেট শেষ তলানিতেই রইল মশালবাহিনী। হওয়ার সাথে সাথে আপাতত অন্যদিকে ড্রয়ের ফলে সমসংখ্যক টিসিএ-র আগরতলাকেন্দ্রীক ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ক্রিকেটে যবনিকা পড়লো। সামনে টেবিলের মগডালে মুম্বই। তবে যেহেতু কোন জাতীয় ক্রিকেটও এদিন স্কোরলাইন দিয়ে ম্যাচের নেই তাই আপাতত টিসি-র ক্যাম্প মূল্যায়ন করা যাবে না। দশ ম্যাচের ক্যাম্প খেলাও হয়তো আপাতত শেষেও জয় এল না ঠিকই, কিন্তু হচ্ছে না। অর্থাৎ এখন এমবিবি এদিন মন জয় করে নিল রেনেডির স্টেডিয়াম, পুলিশ অ্যাকাডেমি মাঠ দল। বিপজ্জনক মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে সহ টিসিএ-র হাতে থাকা মাঠগুলি ৯০ মিনিট লড়াই চালিয়ে যায় লাল ফাঁকা বা খালি। এখন কিন্তু টিসিএ-র হলুদের যোদ্ধারা। এখনও পর্যন্ত সামনে আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট মরশুমের সেরা ম্যাচটা খেলে ফেললো ইস্টবেঙ্গল। মানোলোর শুরু করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা বা বিদায়ে বদলে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। বাধা নেই। তবে ঘরোয়া ক্রিকেট রেনেডির দল অনেক বেশি আগ্রাসী শুরু করার আগে দলবদল করতে এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিশেষ করে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, টিসিএ-র বর্তমান কমিটি কি আদৌ প্রশংসা করতে হবে রক্ষণ সংগঠনের।বিপক্ষে আঙ্গুলো, জাহু, আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট শুরু করতে ক্যাসিওদের মতো গোলা-বারুদ আগ্রহী কি না? জানা গেছে, থাকা সত্ত্বেও নব্বই মিনিটের শেষে টিসিএ-র বর্তমান ১৪টি ক্লাবও নাকি স্কোরলাইন গোলশূন্য। এর জন্য এভাবে বছরের পর বছর ঘরোয়া রক্ষণকে কৃতিত্ব দিতেই হবে। বিশেষ ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ থাকায় শুধু যে ক্ষুব্ধ করে হীরা মণ্ডল, সৌরভ দাস এবং তা নয়, রীতিমত হতাশও। জানা

#### শক্তি বৃদ্ধি করলো ফরোয়ার্ড ক্লাব

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ঃ রাখাল

শিল্ড ফাইনালের আগে দলের শক্তি বৃদ্ধি করলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। আগামী ৯ জানুয়ারি উমাকান্ত মাঠে ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ এগিয়ে চল সংঘ। আন্তঃ রাজ্য ছাড়পত্রের মাধ্যমে অ্যান্তো রশিত সাগাইয়ারাজ-কে আনলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। গত বছর কলকাতার। ভবানীপুর এফসি-র হয়ে প্রিমিয়ার লিগে খেলেছে। এছাড়া কেরালার এই ফুটবলারটি বেশ কয়েক বছর আই লিগেও খেলেছে। সেমিফাইনালের পরই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে যে, ফরোয়ার্ড ক্লাব তাদের শক্তি বৃদ্ধি করবে। রাখাল শিল্ডের প্রথম দুই ম্যাচে তাদের মাঝমাঠে কিছুটা দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। মূলতঃ মাঝমাঠকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই সাগাইয়ারাজ-কে আনা হয়েছে। ভিক্টর এবং ভিদাল চিসানো দুই আক্রমণভাগে ফুটবলারের সাথে সাগাইয়ারাজ-র কম্বিনেশন ক্লিক করলে এগিয়ে চল সংঘের পক্ষে সেটা বিপজ্জনক হবে। আগামীকাল দলের হয়ে অনুশীলনে নামবে কেরালার এই ফুটবলারটি। মাঝমাঠে গেমমেকারের ভূমিকা পালন করতে পারে সাগাইয়ারাজ। পাশাপাশি দূরপাল্লার শটে গোল করতে সক্ষম। সবচেয়ে বড কথা হলো, দুইটি উইং-কে সচল রাখার জন্য বড় পাস খেলতে পারে। যদি পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে তবে এই ফুটবলারটি

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ঃ

প্রতিযোগিতা নিয়ে বিশেষ আগ্রহ

না থাকলেও বিভিন্ন ধরনের শিবির

নিয়ে টিসিএ-র বিশাল আগ্রহ

জনমনে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

করোনা পরিস্থিতি যদি ঘরোয়া

ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রতিবন্ধক

হয় তবে গত তিন মাস ধরে

এতগুলি শিবির কি করে অনুষ্ঠিত

হলো। এই প্রশ্ন উঠেছে। অনুধর্ব ১৬

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি নিয়ে শুরু

থেকেই একটা অনিশ্চয়তা ছিল।

অন্যান্য প্রতিযোগিতাগুলি নিয়ে

বিসিসিআই সবজ সংকেত দিলেও

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি নিয়ে কখনই

কোন ঘোষণা দেয়নি তারা।

তারপরও বিশাল সংখ্যক

ক্রিকেটারকে নিয়ে মাসের পর মাস

শিবির হলো। পরবর্তী সময়ে বিজয়

মার্চেন্ট ট্রফির দিনক্ষণ ঘোষণা

করেছিল বোর্ড। তবে এই ঘোষণার

আলোচনাকালে ক্রীড়ামন্ত্রী মাঠে উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, জীবনে সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে না। কিন্তু এর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পরবর্তীতে আমরা যে পেশার সাথেই যুক্ত হই না কেন, সেই পেশা, দেশ ও সমাজের প্রতি আমাদের নিষ্ঠাবান থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। নেশা ও সুস্থ সমাজ একসঙ্গে চলতে পারে না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ক্রীড়ামন্ত্রী এক জোট হয়ে নেশার বিরুদ্ধে লডার জন্য আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার বলেন, যে কোনও ধরনের খেলাধুলাই মান্যের মনে নিয়মান্বর্তিতা. কঠোর পরিশ্রম, আত্মত্যাগের

ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

২০২১-২২ মরশুম শেষ হলো।

করোনা ফের বাড়তে শুরু করেছে।

এতদিন কেন খেলা শুরু হয়নি তা

নিয়ে টিসিএ-কে অন্তত প্রশ্ন করা

যেতো। এখন আর সেই প্রশ্নও করা

যাবে না। টিসিএ-র মাথার উপর

বড় ছাতা ধরে রেখেছে করোনা।

পরিস্থিতি আরও একবার সব কিছু

স্তব্ধ করে দেওয়ার পথেই

এগোচেছ। এক আজীবন সদস্য

বলেছেন, এটাই তো চাইছিল

টিসিএ। সদর সহ বিভিন্ন মহকুমার

ক্রিকেট দুই বছর ধরে কঠিন সময়ের

মধ্য দিয়ে চলছে। সময়-সুযোগ

পাওয়া সত্ত্বেও এবার টিসিএ

ক্রিকেটের পরিবেশ স্বাভাবিক করার

চেষ্টা করেনি। সভাপতি এবং

যুগ্মসচিব শুধুমাত্র মাঠ পরিদর্শন

এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের বুলি

বিভাগের মুখ্য আধিকারিক প্রশান্ত কুমার দাস ও রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সম্পাদক স্বামী শুভঙ্করানন্দ মহারাজ প্রমুখ। উল্লেখ্য, এদিনের এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীডা

উপস্থিত থেকে একথা বলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার মানিক দাস, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ বিদ্যালয় ও আইটিআই-র

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়

জানুয়ারি।। খেলাধুলা শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন দায়িত্বশীল সুনাগরিক গঠনে এই বিকাশ খবই প্রয়োজনীয়। শুক্রবার আমতলির বিবেকনগরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের

#### জয় দিয়ে শুরু করলো মহাত্মা গান্ধী পিসি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ঃ মহিলা ফুটবল লিগে জয় দিয়ে শুরু করলো মহাত্মা গান্ধী পিসি। অন্যদিকে, ছেলেদের মতোই খারাপ অবস্থা মেয়েদের ফুটবল দলের। যাদের এক সময় সমীহ করতো সমস্ত দল তারাই এখন ধুঁকছে। গত দুই বছর



অনেক ক্ষতি হয়েছে। তবে নিঃ সন্দেহে বলা যায়, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্পোর্টস স্কুল। একটি দামাল হাওয়া এসে যেন লভভভ করে দিয়েছে একটি সাজানো বাগান। দ্বিতীয় ডিভিশনে স্পোর্টস স্কুলের ছেলেরা অতি সাধারণ মানের ফুটবল খেলেছে। এদিন মেয়েদের লিগেও পরাজয় দিয়ে শুরু করলো স্পোর্টস স্কুলের মেয়েরা। স্পোর্টস স্কুলের বেশ কয়েকজন প্রাক্তনি এই বছর মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের হয়ে খেলছে। ফলে দলটি খুব খারাপ নয়। কিন্তু সারা বছর অনুশীলনের মধ্যে থাকা স্পোর্টস স্কুলের খেলার মধ্যে যে বাঁধুনি দেখা যেত সেটাই এবার অনুপস্থিত। কি ছেলে কি মেয়ে প্রত্যেকের খেলার মধ্যে একটা ছন্নছাড়া ভাব। এদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে মহিলা ফুটবল লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে মহাত্মা গান্ধী ২-১ গোলে হারালো স্পোর্টস স্কুলকে। ম্যাচের ৯ মিনিটে পঞ্চমী দেবনাথ মহাত্মা গান্ধী পিসি-কে এগিয়ে দেয়। ১৭ মিনিটে দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করে পঞ্চমী দেবনাথ। দ্বিতীয়ার্ধে স্পোর্টস স্কুল ●এরপর দইয়ের পাতায়

#### প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, সেপ্টেম্বর মাসে ক্লাবগুলির দলবদল আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ঃ অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটের ফাইনালের অনষ্ঠিত করার মতো পরিস্থিতি ২০২০-২১ মরশুমের অনুধর্ব ১৫ পরই ক্রিকেট মহলে জোর আলোচনা যে. এদিনই হয়তো

সব কিছু এড়িয়ে যাওয়া মোটেই

ছিল। সেপ্টেম্বর না হলেও অক্টোবর বা নভেম্বরে দলবদল করা যেতো। এই সময় দলবদল হলে সুপার ডিভিশন এবং 'এ' ডিভিশন ডিসেম্বর মাসেই সম্পন্ন করা সম্ভব হতো। পাশাপাশি রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন বয়সভিত্তিক ক্রিকেটগুলিও এই বছর সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল। কিন্তু টিসিএ-র এক অফিস অর্ডার সব কিছুকে উল্টো পথে চালিত করে। মহকুমা সংস্থাগুলির স্বাধীনভাবে কাজ করার শক্তি ছিনিয়ে নেয় টিসিএ। অফিস অর্ডারে বলা হয়, টিসিএ-র অনুমতি ছাড়া কোন মহকুমা ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করতে পারবে না। অর্থাৎ টিসিএ-র খামখেয়ালিপনায় সদরের ঘরোয়া ক্রিকেটই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন নয়, গোটা রাজ্যের ক্রিকেটই আক্রান্ত। করোনার দোহাই দিয়ে

ক্রিকেটের অসমাপ্ত ফাইনাল দিয়ে ২০২১-২২ মরশুম শুরু হয়েছিল। এর পর মহিলাদের একটি আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতা এবং সদর অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেট সম্পন্ন হয়েছে। যার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হলো শুক্রবার। এতদ্বারা ক্রিকেটপ্রেমীরা ধরে নিয়েছে যে, ২০২১-২২ মরশুমের উপরও যবনিকা পড়লো। করোনা ভাইরাস ফের তার খেলা দেখাতে শুরু করেছে। পুরো শক্তি নিয়ে হাজির। টিসিএও সম্ভবত এরই অপেক্ষায় ছিল। কারণ শুরু থেকেই ঘরোয়া ক্রিকেটের ব্যাপারে তীব্ৰ অনীহা দেখা গেছে। একটা সময় ডিসেম্বর মাসে ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু হতো। মার্চ বা এপ্রিল মাসে শেষ হতো। আর এখন কোনক্ৰমে দুইটি প্ৰতিযোগিতা করেই দায়িত্ব খালাস করছে টিসিএ।

খেলাখুলা শারীরিক ও মানসিক সার্বিক

বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

### ●এরপর দুইয়ের পাতায় শুরু হলো রাজ্যাভাত্তক ঢোনস



সেটে সুভাষ কারওয়া-কে, কৃষ্ণ দেববর্মা ৬-০ সেটে প্রতিম সিংহ-কে. অমিত রিয়াং ৬-২ সেটে দেবেন্দ্র কুমার-কে এবং এটিক দেববর্মা ৬-৩ সেটে প্রনিল ঘোষ-কে হারায়। আগামীকাল সকাল আটটা থেকে পুরুষদের সিঙ্গলস এবং

অন্যান্যরা। র্যাকেট দিয়ে বল মেরে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন আগত অতিথিরা। এদিন পুরুষদের প্রথম রাউন্ডের সব খেলা শেষ প্রত্যেকেই পরবর্তী রাউন্ডে উত্তীর্ণ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, রায়, সহ-সভাপতি প্রণব চৌধুরী সহ আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ঃ ২৫-তম রাজ্যভিত্তিক টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হলো শুক্রবার। এদিন মালঞ্চ নিবাসের টেনিস কমপ্লেক্সে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছে। বাছাই খেলোয়াড়রা ছিলেন ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্যদের সচিব অমিত রক্ষিত, ত্রিপুরা টেনিস হয়েছে।ভিকি দেববর্মা ৭-৫ সেটে অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত প্রণয় দেবরায়-কে, তরুণ কাপুর ৭-৫

# শশধর স্মৃতি রাজ্যভিত্তিক আন্তঃ ক্লাব ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে

প্র**তিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি**, টাকা নাকি খরচ হয়েছে। যদিও ফুটবলের আয়োজন করবে না। টাকা দেওয়া হয়নি তখন টিএফএ-ও আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ঃ গত বছর এক প্রকার বিনা প্রস্তুতিতেই টুর্নামেন্ট কিন্তু ফ্লপ। তবে মনে টিএফএ-র তৎকালীন কমিটির হয়েছিল, এই বছর টিএফএ হয়তো কতিপয় কর্তার অতিমাত্রায় সময় মতো আগাম প্রস্তুতি নিয়ে উৎসাহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল শশধর স্মৃতি রাজ্যভিত্তিক ক্লাব রাজ্যভিত্তিক শশধর স্মৃতি ক্লাব ফুটবল করবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ফুটবল। একদিকে বেহিসাবি টিএফএ-র কোন উদ্যোগ বা খরচাপাতি তো অন্যদিকে আয়ের তৎপরতা নেই। জানা গেছে, চেয়ে খরচের পরিমাণ কয়েক লক্ষ শশধর স্মৃতি ফুটবলের যিনি স্পনসর টাকা বেশি। এছাড়া মহকুমাগুলিতে তিনি নাকি এখনও টিএফএ-কে তেমন কোন প্রস্তুতি এবং কোন আর্থিক সাহায্য দেননি। মহকুমাগুলিকে প্রয়োজনীয় আর্থিক এছাড়া গত বছর আয়ের চেয়ে ব্যয় বরাদ্দ না দেওয়ায় এই শশধর স্মৃতি কয়েক লক্ষ টাকা বেশি হওয়ায় ক্লাব ফুটবল এক প্রকার ফ্লপ হয়েছিল টিএফএ-র অনেক সদস্য নাকি প্রশ্ন বলা চলে। আগরতলার তুলেছিলেন এভাবে টিএফএ-র হাতে-গোনা কয়েকটি ক্লাব এই টাকা খরচ নিয়ে। তখন নাকি কথা ফুটবলে অংশ নিয়েছিল। জানা হয়েছিল যে, স্পনসর টাকার গেছে, স্পনসর যিনি ছিলেন তিনি পরিমাণ বৃদ্ধি না করলে টিএফএ নিজের টাকা খরচে শশধর স্মৃতি যে টাকা দিয়েছেন তার প্রায় দ্বিগুণ

কয়েক লক্ষ টাকা খরচের পরও এছাড়া বাজেট অনুযায়ী টাকা নাকিততটা উৎসাহী নয়।তবে ঘটনা পেলেই নাকি হবে শশধর স্মৃতি রাজ্য ফুটবল। তবে ঘটনা হচ্ছে, এই বছর আদৌ শশধর স্মৃতি আন্তঃ ক্লাব রাজ্যভিত্তিক ফুটবল হবে কি না তা নিয়ে কিন্তু টিএফএ-র কোন বক্তব্য নেই। এছাড়া এখনও মহকুমাতে কোন ফুটবল শুরু হয়নি। পাশাপাশি আগরতলা লিগ শেষ হয়ে গেলে কোন বড় ক্লাবের পক্ষেই দল ধরে রাখা সম্ভব নয়। ফলে শশধর স্মৃতি ক্লাব ফুটবল দেরিতে হলে আগরতলার কোন বড় ক্লাব খেলবে বলে মনে হয় না। ফলে এই বছর (২০২১-২২) টিএফএ-র উদ্যোগে আদৌ শশধর স্মৃতি রাজ্যভিত্তিক ক্লাব कृष्टेवल श्रव कि ना जा निरा

অনিশ্চিয়তা সৃষ্টি হয়েছে। জানা

গেছে, এখনও স্পনসর থেকে যখন

না অন্য কিছু হবে? একটা সময়

ফুটবল মহলেই প্রশ্ন উঠছে।

ফুটবল না করে রাজ্যভিত্তিক জেলা ফুটবল হবে। অর্থাৎ মহকুমা খেলবে জেলা আসরে। জেলা আসর থেকে চ্যাম্পিয়ন মহকুমা জেলার হয়ে রাজ্য আসরে খেলবে। তবে আপাতত কিন্তু শশধর স্মৃতি ফুটবল নিয়ে কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। আর এতে কের এই বছর শশধর স্মৃতি ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে খোদ

হলো, এই মরশুমে (২০২১-২২) কি

আদৌ টিএফএ-র উদ্যোগে শশধর

স্মৃতি আন্তঃ ক্লাব রাজ্যভিত্তিক ফুটবল

হবে? পাশাপাশি প্রশ্ন হচ্ছে, হলে

কবে হবে? এছাড়া এই বছরও কি

ক্লাবভিত্তিক (সিনিয়র) ফুটবল হবে

# আলোচনা ছিল যে, রাজ্যভিত্তিক ক্লাব আদিল খানকে। লাল হলুদ

ব্যাকলাইনের জন্যই ক্লিনশিট ●এরপর দুইয়ের পাতায়

#### দিয়ে রেখেছে। তবে আগরতলার ১৪টি ক্রিকেট ক্লাব আজ রাজনীতির চাপে এতটাই অসহায় যে, ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে সামান্য কথা বলার মতো নাকি সাহস পাচেছ না। একটা সময় নাকি আলোচনা ছিল যে, পুরভোট শেষ হলেই টিসিএ-র তরফে ক্লাব ক্রিকেটের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ডিসেম্বর মাসে হবে দলবদল। পুরভোটের কাজ শেষ হলে টিসিএ সভাপতিও

নাকি ক্রিকেটে সময় দেবেন। কিন্তু পুরভোটের দেড় মাস প্রায় অতিক্ৰাস্ত। কিন্তু টেসিএি-র সভাপতির নাকি সময়ই হচ্ছে না ১৪টি ক্রিকেট ক্লাবকে নিয়ে বসা। ক্রিকেটে কাজ করবেন বলেই নাকি মানিক সাহা ক্রীড়া পর্যদ ছেড়ে টিসিএ-তে এসেছেন। ক্রিকেটের বিরুদ্ধে বা কিন্তু ২৮ মাসে ক্রিকেটকে পরিপন্থী—অভিযোগ ক্রিকেট মহলের।

নেই। এনিয়ে আগরতলা ক্লাব ফেলে দিচ্ছে টিসিএ-র বর্তমান ফোরামের ভূমিকায় হতাশ ক্রিকেট কমিটি। টিএফএ যখন ঘন ক্লাবগুলি। এই শীতে টিএফএ যখন শীতেও উমাকান্ত মাঠে ঘরোয়া চুটিয়ে উমাকান্ত মাঠে আগরতলা ক্লাব ফুটবলের একের পর এক ক্লাব ফুটবলের সিরিজ আয়োজন আসর শেষ করে নিচেছ তখন করে চলছে তখন টিসিএ ক্লাব কিনা ২৮ মাসেও টিসিএ-র ক্রিকেটে যেন শীতে বরফ চাপা ক্ষমতা হয়নি আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট শুরু করা। শোনা যাচ্ছে, ১৪টি ক্রিকেট ক্লাব নাকি আগামী টিসিএ-র ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর। অর্থাৎ মেয়রের ক্লাবের ত্রিকেট প্রতিনিধির ভূমিকা নাকি ক্লাব

সেপ্টেম্বর মাসের জন্য তৈরি হচ্ছে। কেননা বৰ্তমান কমিটি যে ক্রিকেটকে শেষ করে দিচ্ছে তা যখন পরিজার তখন নতুন কমিটির অপেক্ষা ছাড়া রাস্তা তো নেই। কয়েকটি ক্লাব নাকি চাইছে, ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে আগরতলা পুর নিগমের নতুন মেয়র দীপক মজুমদার-র সাথে কথা বলতে। কেননা মেয়র যে ক্লাবের সেই ক্লাব টিসিএ-র অনুমোদিত। তবে ঘটনা হচ্ছে, খোদ মেয়র যে ক্লাবের সেই ক্লাবের ক্রিকেট প্রতিনিধিই নাকি

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টোধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরী তেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

গেছে, পুর ভোটের ফলাফল

ঘোষণার পর আজ প্রায় দেড় মাস।

কিন্তু এই দেড় মাসেও ক্লাব ক্রিকেট

# **© 9436940366** Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

# সহস্রাধিক মানুষের চোখের জলে মুজিবরের বিদায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৭ জানুয়ারি।। প্রাক্তন মন্ত্রীর ছেলেকে চোখের জলের মধ্য দিয়ে বিদায় জানালেন সোনামুড়ার হাজার হাজার মানুষ। অবশ্যই তাদের সাথে শেষ যাত্রায় শামিল হন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও। বিশেষ করে বামফ্রন্টের দুই বিধায়ক সহিদ চৌধুরী এবং শ্যামল চক্রবর্তী দীর্ঘ সময় প্রয়াত মুজিবর ইসলাম মজুমদারের শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন। সোনামুড়ার দুর্গাপুরস্থিত বাড়িতে বাবা-মায়ের কবরের সাথেই কবরস্থ করা হয় প্রয়াত তৃণমূল নেতাকে। এদিন আগরতলা থেকে সোনামুড়া তৃণমূল কার্যালয়ে প্রথমে দলীয়

### বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে

ভস্মীভূত দোকান প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭ জানুয়ারি।। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি মিষ্টি দোকান। ঘটনা শুক্রবার সাতসকালে বিলোনিয়া চিন্তামারা অফিসটিলা সংলগ্ন এলাকায়। জানা

যায়. এদিন সকালে অফিসটিলা বাজারে অনিল পালের মিস্টি দোকানে অসতর্কতাবশত আগুন লেগে যায়। আগুনের লেলিহান শিখায় সম্পূর্ণ ভঙ্মীভূত হয়ে যায় তার মিস্টি দোকানটি। মিস্টি দোকানের পাশেই বিশ্বজিৎ মজুমদারের মুদির দোকানও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাজারে উপস্থিত ব্যবসায়ীরা সাথে সাথে বিলোনিয়া অগ্নি নির্বাপক দফতরে খবর দেন। খবর পেয়ে দ্রুত ছুটে যায় অগ্নি নির্বাপক দফতরের গাড়ি। বাজারে পৌঁছতে দেরি হয়েছে এই প্রতিবাদ জানিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এক শ্রেণির উচ্ছুঙ্খল জনতা। যদিও সাথে সাথে

বাজারের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন এরপর দুইয়ের পাতায়

#### Flat Booking

Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK. 3 BHK Flat booking চলছে।

Mob - 8416082015

#### লোক চাই

শহরে একটি পার্লারের জন্য কাজ জানা অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন।

— ঃযোগাযোগ ঃ—

Mob - 6009967629 7005282057

#### লোক চাই

Restaurants-এর জন Computer জানা Accountant / Manager চাই ও Cook Helper চাই

— ঃযোগাযোগ ঃ— Mob - 9863073572 7005859590



নেতা-কর্মীরা প্রয়াত নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান। সেখান থেকে শবদেহ প্রয়াতের দূর্গাপুরস্থিত বাডিতে নিয়ে আসা হয়। শোক মিছিলে শামিল হন বামফ্রন্টের দুই বিধায়ক, কংগ্রেস নেতা বিল্লাল মিয়া, বিজেপি'র সংখ্যালঘু মোর্চার প্রদেশ সভাপতি শাহপরান উদ্দিন, তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিক-সহ অন্যান্যরা। হাজার হাজার মানুষ

এদিন মুজিবর ইসলাম মজুমদারের শেষ বিদায়ের নামাজে অংশ নেন। বাম নেতা থেকে শুরু করে সবাই কথা বলতে গিয়ে বারবার জানিয়েছেন মুজিবর ইসলাম মজুমদার ছিলেন অমায়িক প্রকৃতির মানুষ। পাশাপাশি তারা রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কারণ, গত ২৮ আগস্ট আগরতলায় মিলনচক্রস্থিত নিজ

বাডিতে দৃষ্কতি হামলার শিকার হয়েছিলেন তৃণমূল নেতা। এরপর থেকেই তিনি লাগাতর চিকিৎসা করিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়েছে। আজীবন সোনামুড়ার বাম বিরোধী নেতা হিসেবে পরিচিত মুজিবর ইসলাম মজুমদারের পরিবারের সদস্যরা এই ঘটনায়

হাসপাতালে রেফার করা হয়

পরবর্তী সময় আগরতলায় এনে

গর্ভবতী মহিলার চিকিৎসা করান

তার পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি

গ্রামের মাতব্বরদেরও জানানো হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে কেউই

কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। আক্রান্ত

বধুর স্বামী এখন ঘটনার বিচার চাইছেন।

তার প্রশ্ন, প্রতিবেশীরা নিজেদের ঝগড়ায়

ক্রেন তার পরিবারের সদস্যদের

Affidavit

I Sri Sajal Kanti Dey,

S/o Lt. Pran Kumar

Dey, 1 No Fulkumari,

Udaipur, my some

documents my name

has been recorded as

Sajal Dey, Affidavit as

the Notari Court dt.

24.12. 2021 is known

Sajal Dey & Sajal

Kanti Dey are the

FREE FREE FREE

TPSC পরিচালিত LD

**Assistant Cum Typist** 

পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে ভর্তি

চলছে। অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা

গ্রামার সহ English -এর

বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা

হবে। Limited time offer.

— ঃযোগাযোগ ঃ—

Ask - 9862231641

9089101390

Exam

দ্রপ্তব্য

concept

same person.

উপর আক্রমণ করেছে?

এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ জানুয়ারি।। দুই প্রতিবেশীর মারপিটে আক্রান্ত হয়েছেন একজন গর্ভবতী মহিলা। ঘটনা চড়িলাম ব্লকের অন্তর্গত আড়ালিয়া পঞ্চায়েত এলাকায়। আক্রান্ত বধুর স্বামী পেশায় টাইলস মিস্ত্রি। কাজের তাগিদে প্রতিদিন সকালেই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। তাদের প্রতিবেশী সুজিত বিশ্বাস এবং মিহির মন্ডলের মধ্যে কোন একটি বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। দু'জনের মধ্যে একটা সময় মারপিটও হয়। পরবর্তী সময় মিহির মন্ডলের ছেলে মহেশ মন্ডল এবং তার পরিবারের সদস্যরা মিলে সুজিত বিশ্বাসের বাড়িতে চড়াও হয়। সুজিতের স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েরা চিৎকার করতেই প্রতিবেশীরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। মিহির মন্ডলের

#### সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৭,৯৫০ ভরিঃ ৫৫,৯৪১

#### বিক্ৰয়

অরুন্ধতীনগর, এম বি টিলা বাজারের উপর এক দরজা বিশিষ্ট একখানা দোকান ভিটি বিক্রয় করা হইবে।

— ঃযোগাযোগ ঃ— Mob - 7085970402 6289084818

#### ভৰ্তি চলছে

**Open Board** 

10th & 12th এ পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে অতিসত্তর যোগাযোগ করুন

**B.A, M.A, D** PHARMA, ENGG, DMLT, B.ED, D.ELED

— ঃযোগাযোগ ঃ— Mob - 7642014420

পরিবারের সদস্যদের হাতে আক্রান্ত হন সুজিত এবং তার স্ত্রী। তারা নিজেদের রক্ষা করতে প্রতিবেশীর বাড়িতে এসে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। তখনই বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়েছিলেন টাইলস মিস্ত্রির গর্ভবতী স্ত্রী। চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা ওই মহিলা সামনে এসে পড়ায় আক্রমণকারীদের হাতে তিনি আহত হন। অভিযোগ, মিহির মন্ডলের স্ত্রী এবং পরিবারের সদস্যরা অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে ধাকা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেন। এতে মহিলার শরীরে আঘাত লাগে। তাকে পরবতী সময় বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাকে

সমস্যার সমাধান

আইজিএম

আগরতলার



বাবা আমিল সুফি প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্ৰু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী,

াদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট। CONTACT

9667700474

বিশেষ

উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট

কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের

সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা

সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই

বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের

### বৃদ্ধার সাথে

### পাশবিকতা ঘিরে প্রশ্ন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ জানুয়ারি।। সকালে ৫৫ বছরের মহিলা থানায় এসে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেন। আর সন্ধ্যায় এলাকার নারী-নেত্রী থেকে শুরু করে এক ঝাঁক রাষ্ট্রবাদীরা থানায় এসে দাবি করেন বৃদ্ধার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। হয়তো সেই কারণে রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ কোনো মামলা দায়ের করেনি। সরাসরি কিছু না বললেও পুলিশ বোঝাতে চেয়েছে বদ্ধার কথায় অসংলগ্নতা আছে। পাশাপাশি এও প্রশ্ন উঠছে পুলিশ তদন্ত ছাড়াই কিভাবে বলছে বৃদ্ধার কথায় অসংলগ্নতা আছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখন বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। বিশালগড় মহকুমার ওই মহিলা শুক্রবার সকালে মহিলা থানায় এসে অভিযোগ করেন আগের রাতে শ্রীবাস সরকার নামে এক ব্যক্তি তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। রাতের অন্ধকারে ওই ব্যক্তি ঘরে ঢুকে তার মুখ চেপে ধরে বলে অভিযোগ। সেই কারণেই নাকি তিনি ঘটনার সময় চিৎকার করতে পারেননি। মহিলা থানায় আসার পর মহিলাকে সেখানে বসিয়ে রেখে পুলিশ অভিযুক্তের বাড়িতে ছুটে আসে। কিন্তু শ্রীবাসকে খুঁজে না পেয়ে তারা খালি হাতেই থানায় ফিরে আসেন। পরে মহিলা থানার পুলিশ অভিযোগকারী মহিলাকে টানা

এরপর দুইয়ের পাতায়

# জিটিং লেকচারারদের টিউশন বাণিজ্য

রাজ্য সরকারের এসব শিক্ষা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। বিভিন্ন পলিটেকনিকে কর্মরত ভিজিটিং লেকচারারদের একাংশ টিউশন বাণিজ্যে পড়ুয়াদের পকেট কাটছে। তাদের কাছ থেকে প্রাইভেট টিউশন না নিলে পরীক্ষায় ফেল করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এমনই অভিযোগ উঠল প্রাক্তন মন্ত্রী তনয় অরুণাভ'র বিরুদ্ধে। নেতাজি চৌমুহনি এলাকায় অরুণাভ তার শ্বশুরবাড়িতে টিউশন করছেন বলে জানা গেছে। পড়ুয়াদের তরফে অভিযোগ, রাজ্যের সরকারি টেকনোলজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের টিউশনে বাধ্য করছে অরুণাভ। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন পলিটেকনিকের ভিজিটিং লেকচারারদের একটা অংশ অফিস লেনে কোচিং সেন্টার খলেছে। যার নেতৃত্বে প্রাক্তন মন্ত্রী তনয় অরুণাভ।

প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, তারা যদি তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিজিটিং লেকচারারদের কাছ থেকে টিউশন গ্রহণ না করেন তাহলে তাদের পরীক্ষার নম্বরে ফেল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুলে বিভিন্ন পলিটেকনিকের তরফে পড়ুয়ারা মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ইতিপূর্বে বিষয়টি পলিটেকনিক ও টেকনোলজি ইনস্টিটিউট প্রধানদের কাছেও তুলে ধরা হয়েছে। রাজ্যের স্বপ্নের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলো বিগত বাম সরকারের সময়ে যাত্রা শুরু করেছিল। এ সরকারের সময়ে তার বিকাশের কথা থাকলেও প্রতিষ্ঠানগুলোর একাংশের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না বলেও অভিযোগ। শুধ

তাই নয়, এসব প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী ফ্যাকাল্টি কিংবা অধ্যাপক না থাকায় সমস্যার সৃষ্টি করেছে।আর তাতে করে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিজিটিং লেকচারারদের একাংশ যেমন দাপট খাটাচ্ছে, আবার টিউশন বাণিজ্যেও তারা সিদ্ধহস্ত। রাজ্যে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রিপন, অরুণাভ, প্রলয়দের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের হুমকি দিয়ে টিউশন বাণিজ্যে শামিল করার অভিযোগ উঠেছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে উধৰ্বতন কৰ্তৃপক্ষ তেমন কোনও উদ্যোগগ্রহণ করেনি। যা নিয়ে কোনও কোনও মহল থেকে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, উপর মহলের হাত থাকায় তাদের বিরুদ্ধেও কোনও ব্যবস্থা নেই। গোটা বিষয়টি নিয়ে কোনও কোনও মহল প্রথম থেকেই দাবি করে আসছে, এ ধরনের পরিস্থিতি এখনই মোকাবিলা না করলে আগামী দিনে আরও ভয়াবহ রূপ নেবে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। শহর জুড়েই এখন নো-পার্কিং জোন-এর ছড়াছড়ি। রাস্তার পাশে বাইক কিংবা গাড়ি দেখে দোকানে, অফিসে কিংবা ব্যাঙ্কে গেলেই পুলিশের কড়া লেগে যায় চাকায়। এরপর জরিমানা ভবিতব্য। ফুটপাথে দোকান খুলে চা কিংবা রুটি সবজি বিক্রির স্টলগুলোকে সম্প্রতি আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায় পুরসভার টাস্ক ফোর্স। কারণ ফুটপাথে দোকান দেওয়া বেআইনি। ফুটপাথে দোকান করে যারা সংসার চালাচ্ছিলেন এতকাল, হঠাৎ করেই তাদের মাথায় বাজ পড়েছে সম্প্রতি। জ্যাকশন গেটে কয়েক দশক ধরে চলছিলো ইন্দিরা ভবন। আশিস-সুবল জুটির রাজনৈতিক উত্থান এই ইন্দিরা ভবনকে কেন্দ্র করেই, আশির দশক থেকে। তুলসিবতী স্কুলের বিপরীত দিকের সেই ইন্দিরা

ভবনের জমির একাংশে গড়ে উঠেছিলো কর্মচারী

ফেডারেশনের কার্যালয়। সম্প্রতি সেই কার্যালয়টিকে ড্রজার দিয়ে ভেঙে দেয় পুরসভার টাস্ক ফোর্স। ফলে শাসক দলের বিরোধী গোষ্ঠীতে থাকা কর্মচারী ফেডারেশনের বসবার জমিটুকুও কেড়ে নিলো পুর নিগম। কিন্তু শহরের প্রধান রাস্তা সহ আবার সরু গলিতেও অবৈধ কর্মকাণ্ডের ছড়াছড়ি। বাইক, গাড়ি, ইট-বালি-সিমেন্ট সবকিছুই এখন রাস্তার অলঙ্কার। বড়দোয়ালি এলাকার মধ্যপাড়ায় প্রাক্তন সাংসদ মতিলাল সরকারের বাড়ির সামনে স্টোনস, চিপস ফেলে বাড়ির কাজ করছিলেন কোনও এক পরিবার। এই স্টোন, চিপস-এর দৌলতে বন্ধ হয়ে যায় এই রাস্তাটি।কিন্তু পুরসভার টাস্ক ফোর্সের দেখা নেই।জানা গেছে, পাড়ার তরফ থেকে পুরসভায় ফোন করা হয়েছিলো বিষয়টি জানিয়ে। পুরসভার তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এতে এরপর দুইয়ের পাতায়

GOV



Directorate of Information Technology Government of Tripura

### MUKHYAMANTRI YUBA YOGAYOG YOJANA (MYYY) SCHEME **GRANT FOR SMARTPHONE**



#### **ELIGIBILITY CRITERIA**

Students who pursued final year course in academic year 2020-21 (during FY 2021-22) in undergraduate degree in any Government College / Institute / University in Tripura.

#### **DOCUMENTS REQUIRED**

- Applicant's Photograph
- Aadhaar card
- Ration card
- Bank Passbook
- Smartphone purchase invoice (duly signed) by the Principal / Head of the institute)
- Previous year / semester passing marksheet.

#### **TIMELINE**

6th December 2021 - 15th January 2022

Visit: https://bms.tripura.gov.in

#### **ENROLLMENT PROCESS**

- Log on to https://bms.tripura.gov.in
- Click on "CITIZEN" tab
- Click on "BENEFICIARY SCHEMES".
- Click on "ENROLL" against the MUKHYAMANTRI YUBA YOGAJOG YOJANA scheme.
- Register with email id and mobile number
- Login to citizen portal with registered email id / mobile number and verify OTP.
- Fill-up online application form, upload scanned copies of required documents and submit.
- Submit system generated acknowledgement slip duly signed by the applicant and physical copies of the uploaded documents at the institute.



For any queries email to: myy.yojana@gmail.com



#### ত্রিপুরা স্টুডেন্টস হেলথ হোম

কর্ণেল মহিম সরণি, (জগন্নাথবাড়ি রোড), আগরতলা, ত্রিপুরা।

এখন রাজ্যের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ নিম্নলিখিত দিনগুলিতে (সোমবার সাপ্তাহিক বন্ধ) ত্রিপুরা স্টুডেন্টস হেলথ হোমের হেলথ ক্লিনিকে রোগী দেখবেন এবং সচেতনতামূলক পরামর্শ দেবেন।

#### ও পি ডি পরিষেবা

মেডিসিন ঃ প্রতি শনিবার সকাল ১০টা থেকে এবং অন্যান্য দিন সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা।

পি এম আর ঃ মাসের ১ম ও ৩য় শনিবার বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা। **অর্থোপেডিক ঃ** মাসের প্রতি শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা।

ঃ মাসের প্রতি ২য় ও ৪র্থ শুক্রবার ও শনিবার বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা। আই

ই এন টি **ঃ** প্রতি রবিবার বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা। **ঃ** প্রতি রবিবার বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা। ডেন্টাল

**ডায়াবেটিক ক্লিনিক ঃ** প্রতি শুক্রবার বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা এবং প্রতি শনি ও রবিবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা।

—ঃ বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ ঃ— ত্রিপুরা স্টুডেন্টস হেলথ হোম

প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে ১টা এবং ২টা থেকে ৫টা (সাপ্তাহিক বন্ধ: সোমবার), মোবাইলঃ ৯৮৬৩৬০৯১০০